# পবিত্র
# পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংহিতা

# পবিত্র

# পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংহিতা


রচনা ও সম্পাদনা

**শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল**

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান

ইতিহাস বিভাগ, দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়

বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত



SBPKS

ESTD:2020

**সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ**

বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

# Pabitra Poundra Kshatriya Sanhita

by Sri Swapan Kumar Mandal

© Copyright: **সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ**

**সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত**

*লেখকের বা স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ভিন্ন এই গ্রন্থের কোনও অংশেরই কোনও রূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। কোনও যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমেও প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।*

**প্রথম প্রকাশঃ নভেম্বর, ২০২৩**

ISBN: 978-81-19574-39-1

**প্রকাশকঃ**

**সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ,**
Email ID: allindiapoundrakshatriyasamaj@gmail.com -এর পক্ষে
**রোহিনী নন্দন, ১৯/২, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা - ৭০০০১২**

**ডাঃ পরিমল কুমার বিশ্বাস (রামচন্দ্রপুর, ছয়ঘরিয়া, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা) মহাশয়ের আর্থিক সহযোগিতায় এই পুস্তক মুদ্রিত হইল।**

**মুদ্রণঃ রোহিনী নন্দন**
**১৯/২, রাধানাথ মল্লিক লেন**
**কলকাতা - ৭০০০১২**

**মূল্য: ১৫০/-**

# উৎসর্গ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে

এবং

স্বর্গীয় ও জীবিত সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংহিতা

# ভূমিকা

অনেক দিন থেকেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নিয়ে একটি সংগঠনের চিন্তা মাথায় আসে কিন্তু নানা কারণে তার সাংগঠনিক রূপ দেওয়া যায় নি। অনেকেই পৌণ্ড্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নিয়ে সভা ডাকার পরামর্শ দিয়েছেন, কিন্তু একটি লিখিত বার্তা না তৈরি করে সভা ডাকাতে আমার সায় ছিল না। ইতিমধ্যে আমরা কয়েকজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় গুগুল মিটে ২রা ডিসেম্বর, ২০২০-তে একটি ভার্চুয়াল সভাতে মিলিত হই। তারপর বারাসাত রেল স্টেশনের নিকট ১৩ই ডিসেম্বর, ২০২০-তে একটি সভায় আমরা চারজন ( শ্রীউত্তম মণ্ডল, শ্রীদিলীপ কুমার মণ্ডল, শ্রীশুভেন্দু বিকাশ মণ্ডল এবং আমি ) মিলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জন্য **"সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ"** নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এই সভার পরেই আমার মাথায় সংগঠনের রূপরেখা কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে থাকে। ইতিমধ্যে করোনার কারনে সমস্ত কাজ প্রায় থমকে যায়। কিছুদিন বাদে কাজ শুরু করা হয়। অবশেষে লিখিত রূপ সম্পূর্ণ হয় এবং ২৬শে মে, ২০২৩-এ গুগল মিটে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সমাপ্তির পর এই পুস্তকের একটি পিডিএফ ফাইল সবাইকে প্রদান করা হয় এবং সবাইকে একমাসের মধ্যে এই গ্রন্থের উপর মতামত জানাতে বলা হয়। মিটিং-এ অনুপস্থিত ও আমার পরিচিত শিক্ষিত কিছু পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়কে এই গ্রন্থের পিডিএফ প্রদান করা হয়। সবাইকে মতামত জানাতে বলা হলেও খুব কম ব্যক্তিই মতামত প্রদান করেন এবং তাদের পরামর্শ গৃহীত হয়। এরপর ১৪ই জুলাই, ২০২৩-এ গুগল মিটে আর একটি মিটিং ডাকা হয় এবং এই বৈঠকে খসড়া বইয়ের pdf file সবার জন্য মুক্ত করা হয়।

বিভিন্ন হোয়াটসআপ গ্রুপে তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। মতামত পাঠানোর শেষ তারিখ রাখা হয় ১৫ই অক্টোবর, ২০২৩। বই প্রকাশের সম্ভাব্য সময় ধার্য হয় জানুয়ারি, ২০২৪, এবং সম্মেলনের বিজ্ঞপ্তি নভেম্বর মাসে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে একটি হোয়াটসআপ গ্রুপে যুক্ত করার চেষ্টা করা হয় এবং সেখানে সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের ফেসবুক পেজের লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া হয়, যাতে সকলে সেখানে যুক্ত হতে পারেন। কিছু মতামত আসে। যেগুলি আলোচনা ছাড়াই সংশোধিত হওয়া উচিত সেগুলি সংশোধিত হয়।

২০২৩-এর ১৩ই আগস্ট আমার বারাসাতস্থিত ফ্ল্যাটে অস্থায়ী কমিটির আর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে নানারকম সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তার মধ্যে এই গ্রন্থ্ প্রকাশের সিদ্ধান্ত ছিল অন্যতম।

ইতিমধ্যে মতামত পাঠানোর শেষ তারিখ ১৫ই অক্টোবর, ২০২৩ অতিক্রান্ত হয় এবং তা ৩১শে অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত বাড়ানো হয়। সেই তারিখও শেষ হয়। কিন্তু এই পুস্তকের খসড়ার উপর কোনও উল্লেখযোগ্য সংশোধনী আসেনি। এরপর ৩রা নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের অস্থায়ী কমিটির একটি ভার্চুয়াল মিটিং গুগুল মিটে অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে এই পুস্তক প্রকাশের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তথ্য অন্বেষণ করতে গিয়ে বহু ইতিহাস ও গবেষণা গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির কারণে সেই তালিকা দেওয়া হয়নি।

রোহিণী নন্দন পাবলিশার্সের শ্রী হরিদাস তালুকদার মহাশয় এই গ্রন্থটি প্রকাশ করার দায়িত্ব নেওয়ায় আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার মায়ের আশীর্বাদ আমার চলার পাথেয়। তাকে আমার আন্তরিক প্রনাম। আমার সহধর্মিণী সোনালী ও আমার পুত্র সাত্ত্বিক হল এই গ্রন্থের নির্বাক সহযোগী। তাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক ভালোবাসা। আমার

শ্বশুর মহাশয় ডাক্তার পরিমল কুমার বিশ্বাস মহাশয় আমার লেখার একজন প্রধান উৎসাহদাতা ও পাঠক। তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করে শুধু আমার নয়, সমগ্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজকে কৃতজ্ঞতাপাসে আবদ্ধ করেছেন। তাকে আমার আন্তরিক প্রনাম। পাঠক-পাঠিকাবৃন্দের এই গ্রন্থ পাঠ করে ভালো লাগলে এবং তাদের প্রয়োজনে এলে আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

এই গ্রন্থের যাবতীয় বিষয় **"সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ" কর্তৃক অনুমোদিত। এই গ্রন্থের সিদ্ধান্ত সমূহ সাধারণ নির্দেশাবলীমাত্র। কারুর উপর এগুলি জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না বা মানতে বাধ্য করা যাবে না। আবার কেউ মানতে চাইলে তাতে বাধা দেওয়া যাবে না।** এই গ্রন্থে উল্লেখিত বিষয়গুলি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের স্বার্থে, পৌণ্ড্রদের জন্য, পৌণ্ড্রদের কর্তৃক সন্নিবেশিত হয়েছে। তাই এগুলি পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়রা শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সাথে গ্রহণ করবেন এবং সংগঠনে যোগ দিয়ে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, এই কামনা করি।

নানা ধরনের ছোটখাটো ভুল ও মতবিভেদ থাকা অসম্ভব নয়। সুহৃদয় পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ যদি গ্রন্থটির ত্রুটি-বিচ্যুতি আমার নজরে আনেন এবং গ্রন্থটির উন্নতি বিধানে পরামর্শ দেন, তাহলে বাধিত হব।

**জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।**

**শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল**
**অগ্রহায়ণ, ১৪৩০,**
November, 2023

# সূচীপত্র


| অধ্যায় | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| | ভুমিকা | 1 |
| ১ | সংগঠন মন্ত্র | 6 |
| ২ | পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আত্মজাগরণ মন্ত্র | 7 |
| ৩ | পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস | 9 |
| ৪ | পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির গৌরব | 16 |
| ৫ | সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের প্রয়োজনীয়তা | 19 |
| ৬ | সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের<br>সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য | 22 |
| ৭ | সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সামাজিক বিধিসমূহ | 23 |
| ৮ | সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের ধর্মীয় অবস্থান | 30 |
| ৯ | সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের অর্থনৈতিক বিধি সমূহ | 35 |
| ১০ | সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের রাজনৈতিক বিধিসমূহ | 38 |
| ১১ | একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের মান্য নৈতিক বিধান বা করণীয়<br>কর্তব্যসমূহ | 42 |
| ১২ | পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় - দায়িত্ব ও কর্তব্যবিধি | 46 |
| ক | পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পিতা-মাতার কর্তব্য | 46 |
| খ | পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মাতার কর্তব্য | 48 |
| গ | পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পিতার কর্তব্য | 48 |
| ঘ | পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যুবকের কর্তব্য | 49 |

| | | |
|---|---|---|
| ঙ | পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যুবতীর কর্তব্য | 50 |
| চ | পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যবসায়ীর কর্তব্য | 52 |
| ছ | পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় চাকুরীজীবীর কর্তব্য | 53 |
| জ | পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কৃষকের কর্তব্য | 54 |
| ঝ | পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শিক্ষার্থীদের কর্তব্য | 55 |
| ঞ | পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় রাজনীতিকদের কর্তব্য | 57 |
| ট | যানবাহন চালকদের কর্তব্য | 59 |
| ঠ | মৎস্যজীবীদের কর্তব্য | 60 |
| ১৩ | সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সাংগঠনিক কাঠামো ও জ্ঞাতব্য বিষয় | 61 |
| ১৪ | সংগঠন সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় | 66 |
| ১৫ | পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সেনা | 70 |
| ১৬ | সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের দাবীসমূহ | 71 |
| ১৭ | পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জন্য সম্মান প্রদান | 75 |
| ১৮ | “পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণ” | 77 |
| ১৯ | যে উক্তিগুলি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মনে রাখতে হবে...... | 80 |
| ২০ | পরিশিষ্ট | 83 |
| ২১ | পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংহিতা গ্রন্থ সম্পর্কিত জরুরী বিষয় | 90 |

# ১

একতা আত্মমর্যাদা প্রগতি

# সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ

## সংগঠন মন্ত্র

### বেদ থেকে গৃহীত

ওঁ সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবোমনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথাপূর্ব্বে সং জানানা উপাসতে।।
সমানো মন্ত্র সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ।।
সমানী বা আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।
ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি ।। ( সামবেদ )

সমভাবে চল, সমভাবে বল, সমভাবে মনোবৃত্তি সমূহের প্রেরণা হউক, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণের ন্যায় সমভাবে আরাধনা পরায়ণ হও। তোমাদের সমান মন্ত্র হউক, সমান সমিতি হউক, সমান মন হউক, সমান চিত্ত হউক, তোমরা সমান মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হও, সমানভাবে আত্ম নিবেদন কর, সম হৃদয়ে উদ্দেশ্য জানাও, তোমাদিগের মন সমানভাবে ভাবান্বিত হউক, তোমাদিগের হাস্যহর্ষ সমভাবাপন্ন হউক। ওম শান্তি! ওম শান্তি! ওম শান্তি।।

# ২

## পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আত্মজাগরণ মন্ত্র

**“বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, মাতৃগণ।** তোমারা যে, যে অবস্থায় থাক না কেন ভুলিও না, তুমি এই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ জননীর একটি সন্তান। ভুলিও না, জননীর প্রতি তোমার কর্তব্য আছে। ভুলিও না তোমার চরিত্র, তোমার বৈশিষ্ট্য, তোমার কৃতিত্ব, তোমার গৌরব তোমার প্রতিষ্ঠার দিকে তোমার জননীর অপমান, তোমার জননীর লাঞ্ছনা, তোমার জননীর নির্যাতনের জন্য তুমি দায়ী। ভুলিও না- তোমার ব্যক্তিগত সুখ, স্বচ্ছন্দ, সুবিধা, বিলাস, ব্যাসন ভোগের ক্ষুধা মনুষ্যেতর জীবনেও মিটিতে পারে। ভুলিও না তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধই তোমার নিত্য সহচর। ভুলিও না— তুমি আর্য, আচার্য্যত্ব তোমার আছে। ভুলিও না তুমি ভারতের একজন, পৃথিবীর একজন। ভারত তথা পৃথিবী তোমার মুখপানে চাহিয়া আছেন।

স্মরণ রাখিও–তোমার ইতিহাস তোমাকেই গবেষণা করিতে হইবে। স্মরণ রাখিও পালি, প্রাকৃত, সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দু, আরবী, পার্শী, তামিল, তেলেগু, উড়িয়া, গুজরাটী, কানাড়ী, আসামী, চীনা ভাষার মধ্যে তোমাকে প্রবেশ করিতে হইবে, তোমার প্রাচীন কথা তোমাকেই উদ্ধার করিতে হইবে। মৎসর হস্তের বিকৃত বিবৃতিকে তোমার লেখনীর নির্মম আঘাতে খণ্ডন করিতে হইবে। সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। স্মরণ রাখিও, যুদ্ধ

চলিয়াছিল, চলিতেছে ও চলিবে, অনন্ত কাল চলিবে। স্মরণ রাখিও — শক্তিহীনের বৈশিষ্ট্য নাই, মর্যাদা নাই, সত্তাও থাকিতে পারে না। ভাবিয়া দেখিও, অর্থের অভাব নয়, ভাবের অভাবই অভাব। চিন্তা করিও—পরিবেশই মানব গঠন করে। অসৎ পরিবেশ নিষ্ঠুর ভাবে বর্জন ও সৎপরিবেশে প্রবেশই অস্তিত্ব রক্ষার উপায়। মনে রাখিও তোমার পরিচয়ে, তোমার জাতি, তোমার জননীর পরিচয়। স্থির জানিও তোমার আদরেই তোমার জননীর আদর। বিচার করিও -- তোমার গুরু পুরোহিত কুলের অবনতি প্রার্থনায় ভগবান বিচলিত হইতে পারেন কিন্তু মৎসর মানবকুল তাহার স্পর্শে কঠিন হইতে কঠিনতর হয়। মনে রাখিও একতাই বল, সংঘশক্তিই বল। মনে রাখিও – কুটনীতিই তোমার মেরুদন্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। তোমাকে সাবধান হইতে হইবে, আবার সোজা হইয়া সোজা পথে চলিতে হইবে। লুপ্ত গরিমাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, উজ্জ্বলতর করিতে হইবে। নচেৎ তোমার আত্মাই তোমাকে ক্ষমা করিবে না, করিতে পারে না। সাধু। সাবধান! প্রলোভনে বঞ্চিত হইও না, আত্ম-বিক্রয় করিও না। নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত হও। "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থ।" বাক্য সার্থক কর। **ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি !!!**"

- **মহাত্মা রাইচরণ সরদার,**

**"দীনের আত্মকাহিনী বা সত্য পরীক্ষা" থেকে সংগৃহীত।**

# ৩

# পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

পণ্ডিতগণের মতে, সিন্ধু সভ্যতার প্রায় সমসাময়িক পর্বে পূর্ব ভারতে **'পুণ্ড্রদেশ'** এক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং এক উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। **পুণ্ড্রদেশের রাজধানী ছিল মহাস্থানগড়।** মহাস্থানগড়ে প্রাকৃত ভাষায়, ব্রাহ্মীলিপিতে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া গেছে যাতে **'পুডনগল'** কথাটি আছে যার সংস্কৃত অর্থ **পুণ্ড্রনগর**। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সভ্যতার বিকাশ প্রায় সমগ্র বঙ্গে বিস্তার লাভ করেছিল। পৌণ্ড্রবর্ধনের ইতিহাসই পূর্ব ভারতের ইতিহাসের প্রাচীনতম অধ্যায়।[১]

ভারতের জাতীয় মহাকাব্য **মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, হরিবংশ, মনু সংহিতা, মৎস্য পুরাণ, কুলতন্ত্র** ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতে উল্লেখিত আছে, মহারাজ বলীর পুত্রগণ যথা- অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম, পূর্ব ভারতের পাঁচটি স্থানের শাসক ছিলেন। মহাভারতের সভা পর্বে ১৩ অধ্যায়ে **পৌণ্ড্র বাসুদেব** সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাত দেশের অধিপতি। পৌণ্ড্ররা ক্ষত্রিয় রাজা **বাসুদেবের** বংশধর।[২] রাজা বাসুদেব কৌরব পক্ষের হয়ে মহাভারতের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর পরবর্তী বংশধরেরা **পুণ্ড্রবর্ধন** নামে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।[৩] পৌণ্ড্র রাজা বাসুদেবের ভাই কপিল যোগধর্ম অবলম্বন করে **'মহামুনি কপিল'** নামে পরিচিতি লাভ করেন। মহামুনি কপিল সাগর দ্বীপে বসবাস করতেন এবং এখানেই তিনি **'সাংখ্য দর্শন'** রচনা করেছিলেন।[৪] **গৌতম বুদ্ধ** বুদ্ধত্ব লাভের পর পুণ্ড্র দেশে এসেছিলেন

ধর্ম প্রচারের জন্য। এই সময় পুণ্ড্র রাজ্য সারা বঙ্গদেশ জুড়ে বিরাজিত ছিল ও উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করেছিল।[৫] **ঐতেরেয় আরন্যকে পুণ্ড্র জনজাতিদের বিশ্বামিত্রের বংশধর বলা হয়েছে**। বায়ু পুরাণ ও মৎস্য পুরাণে পুণ্ড্রজনদের ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। মহাভারতের সভা পর্বেও পুণ্ড্রদের ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। **মনে করা হয়** পৌণ্ড্র পরিবর্তিত হয়ে 'Pod' হয়েছে, যেমন 'ব্রাহ্মণ' 'বামন' ও 'কায়স্থ' 'কায়েত' হয়েছে।[৬]

অনেকে মনে করেন পৌণ্ড্ররা সৎশূদ্র। পৌণ্ড্ররা প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিল, পরে তারা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে এবং একাদশ শতকে তারা যখন হিন্দু ধর্মে ফিরে আসে তখন তাদের নাম হয় সৎশূদ্র। **H. H. Risley** তাঁর **"People of India"** গ্রন্থে বলেছেন, "পৌণ্ড্ররা আচরণ ও অভ্যাসে প্রায় সৎশূদ্র এবং তারা তদের দৈনন্দিন ব্যবহারে কোন নীচতা দেখায়নি।[৭] E. A Gait পৌণ্ড্রদের বৌদ্ধ ধর্মবিশ্বাসের কথা বলেছেন।[৮] **ডঃ মনীন্দ্রনাথ জানার মতে**, সেনদের রাজত্বকালে বর্ণ কৌলীন্য প্রকট আকার ধারণ করে এবং তারা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ে পরিণত হয়। এদের সংখ্যা গরিষ্ঠ ব্যক্তি গৌড়বঙ্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে বসবাস শুরু করে। তাই সুন্দরবনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের সংখ্যা অনেক বেশী।[৯] **ধনঞ্জয় দাসের** মতে, 'একমাত্র বসিরহাট মহকুমার অধিবাসীগণ প্রাচীনকাল থেকে এই স্থানে বাস করিতেছে'(বাংলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাস)।[১০]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জনসমাজের মধ্যে সামাজিক উত্তরণের জন্য এক আন্দোলন সূচিত হয়।[১১] এই আন্দোলনকে **'Self Respesct Movement' বা 'আত্ম মর্যাদা আন্দোলন'** বলা হয়।[১২] এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন **বেণী মাধব হালদার, শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণ** প্রমুখ। **১৯০১** সালের সেন্সাসে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে যারা চাষ করত তাদের **পদ্মরাজ বা ব্রাত্যক্ষত্রিয়** বলা হয়। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সামাজিক মর্যাদার সরকার কর্তৃক অবনমন ঘটে। এই সময় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আত্ম

মর্যাদা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট **রাইচরণ সরদার**। বেণী মাধব হালদার ও রাইচরণ সরদার **১৯১১** খ্রিষ্টাব্দে জনগণনার রিপোর্টে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ক্ষত্রিয় হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন পত্র পাঠিয়েছিলেন কিন্তু আবেদন পত্রটি গৃহীত হয়নি। [১৩]

**১৯২১** সালের সেন্সাসে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নিম্নবর্ণের তালিকাভুক্ত করা হয়। এই সময় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতা **রাইচরণ সরদার, মহেন্দ্রনাথ করণ** প্রমুখ নিম্নবর্ণের তালিকা থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের বাদ দিতে ও সামাজিক সম্মান বৃদ্ধির জন্য সেন্সাস সুপারিন্টেনডেন্ট **W. H. Tomson**-এর কাছে ডেপুটেশন সহকারে একটি স্মারক লিপি পেশ করে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শব্দটি প্রয়োগের দাবী জানান। [১৪] **"পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুল প্রদীপ"** ও **'A Short History and Ethnology of the Cultivating Pods'** নামে দুটি বইও সেন্সাস সুপারিন্টেনডেন্টকে দেওয়া হয় যাতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের উচ্চ সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।[১৫] কিন্তু সরকারের ষড়যন্ত্রে এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। **১৯৩১** খ্রিষ্টাব্দের জনগণনাতেও সরকারের একই অবস্থান বজায় থাকে। **১৯৩১** খ্রিস্টাব্দের আগেই **'ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সমিতি'** ও **'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমিতি'** নামে পৌণ্ড্রদের দুটি সংগঠন গড়ে ওঠে। ইতিমধ্যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতারা নিজেদের গৌরবময় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমকালীন সমস্যা তুলে ধরার জন্য **'প্রতিজ্ঞা'**(১৯১৮), **'ক্ষত্রিয়'**(১৯২০) ও **'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাচার'** (১৯২৪) নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন।[১৬]

এই সময় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের নেতারা নিজ সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রসারে জোর দেন। পিতামাতা যাতে তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন তাঁর আবেদন জানান। **১৯৩২** সালে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতারা একটি সম্মেলনের মাধ্যমে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে,

১) পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা পবিত্র পৈতা ধারণ করবে এবং দ্বাদশাশৌচ পালন করবে।

২) সকল শিশুদের শিক্ষা দিতে হবে এবং যদি প্রয়োজন হয় প্রাথমিক বিদ্যালয় শুরু করতে হবে।

৩) প্রত্যেক পরিবার পৌণ্ড্র শিক্ষা তহবিলে দান করবেন।

৪) **সমাজ দর্পণ** নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হবে।[১৭]

পৌণ্ড্র নেতা **রাইচরণ সরদার** প্রস্তাবিত তপশীলি তালিকা থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের বাদ দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে একটি মেমরেন্ডাম প্রদান করেন। তিনি সংরক্ষণের বিরোধিতা করেন এবং বলেন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায় বাংলার হিন্দু সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, সুতরাং সাহায্যের প্রয়োজন নেই।[১৮] এ প্রসঙ্গে উলেখ্য যে, উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে **ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি** বাংলার নিম্নবর্ণের যে তালিকা তৈরি করে তাতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের উল্লেখ ছিল না।[১৯] **১৮১০** সালে **পুরীর জগন্নাথ মন্দির কর্তৃপক্ষ,** যে জাতির মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ, তাদের তালিকা তৈরি করেন, তাতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা অন্তর্ভুক্ত হয়নি।[২০] **১৯১১** সালের সেন্সাসে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অন্যান্য বঞ্চিত জাতিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বলা হয় **পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ব্যবহার ও রীতিনীতি নিম্নবর্ণের মত নয়।**[২১] **এমনকি এই সময়ের উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নিম্নবর্ণের মনে করত না।**[২২] উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, এই সময় উচ্চবর্ণের সরকারি কর্মচারীদের কাছে সরকার নিম্নবর্ণের বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য চাইলে সেখানে তারা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নাম দেননি।[২৩] মিসেস অ্যানি বেসান্ত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের দাবিকে সমর্থন করেন।

এখানে ইংরেজদের বিভেদের রাজনীতির কাছে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতাদের দাবি মান্যতা পায়নি। আসলে ইংরেজরা বর্ণ হিন্দুদের থেকে পৌণ্ড্রদের দূরে সরিয়ে বর্ণ হিন্দুদের দুর্বল করতে চেয়েছিল যাতে ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন মজবুত হতে না পারে। কারন **ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতারা সবসময় মূল ধারার আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন ও স্বাধীনতা আন্দলনের নেতাদের পাশে থেকেছেন।** এছাড়া ভৌগোলিক দিক

থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অবস্থান ছিল কলিকাতার নিকটবর্তী। ফলে জাতীয় নেতাদের ডাকে সাড়া দিয়ে তারাই বেশি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেন। তাই ইংরেজরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে রাখার জন্য নিম্ন বর্ণের তালিকা ভুক্ত করে।

অন্যদিকে **নমশূদ্র নেতৃবৃন্দ** তারা বরাবর স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে দূরে থেকেছেন, কারন তারা মনে করতেন ওটা বর্ণ হিন্দুদের আন্দোলন।[২৪] পূর্ববঙ্গের সাহারাও একই কারণে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান থেকে বিরত থাকেন।[২৫] এমন কি মাহিষ্য সমাজও ইংরেজ রাজত্বকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মনে করতেন।[২৬]

কিন্তু পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতারা ব্যতিক্রম ছিলেন। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতা **মহেন্দ্রনাথ করণ** পড়াশোনা উপেক্ষা করে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। এরফলে তিনি পড়াশোনা ছাড়তে বাধ্য হন এবং তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা ৯ বছর পরে প্রাইভেটে দিয়ে পাস করেন। তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কলম ধরে **'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'** নামে বই ও অসংখ্য স্বদেশী কবিতা রচনা করেন এবং নানা সামাজিক উন্নয়ন কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন।[২৭] আর একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতা **রাজেন্দ্রনাথ সারকার** ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনে ও ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় নেতা সুভাষ চন্দ্র বসু জাতীয় স্বার্থে নির্বাচনে একজনকে সমর্থন করতে বললে তিনি তাকে সমর্থন করেন।[২৮] আর একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় স্বদেশী নেতা ছিলেন **গৌরহরি বিশ্বাস**। তিনি লবণ আইন আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। গৌরবাবুর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় **জীবন মণ্ডল** ও **বীরুপদ মণ্ডল** প্রমুখ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শিল্পী স্বদেশী গান গেয়ে সাধারন মানুষকে জাগিয়ে তোলেন।[২৯] পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহিলা বিপ্লবী **স্বর্ণময়ী মণ্ডল, মোক্ষদা নস্কর, অষ্টমী ঢালী** প্রমুখ কারাবরণ করেন। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতা **অনুকূল চন্দ্র দাস নস্কর** স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যান।[৩০] কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ভারত

বিভাগের সিদ্ধান্তের তিনি তীব্র বিরোধিতা করেন। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শিক্ষাদরদী **ধ্রুবচাঁদ হালদার** ও **ভূষণ চন্দ্র নস্কর**ও স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন।[৩১] পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় **পতিরাম রায়** স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে সুভাষ চন্দ্র বসুর আস্থা অর্জন করেন।[৩২] পতিরাম রায় **১৯৫২** খ্রিষ্টাব্দে বসিরহাট লোক সভা থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন।

যাইহোক, শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের সিদ্ধান্তই বলবত থাকে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নেতারা তাদের সামাজিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারের সার্বিক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন এবং অদ্যাবধি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা তপশিলি তালিকাভুক্ত আছেন।

## তথ্যসূত্রঃ


1. শ্যামলকুমার প্রামাণিক - পুণ্ড্রদেশ ও জাতির ইতিহাস ২০০০, ফার্মা কে এল এম, পৃষ্ঠা-১৭
2. E. Gait, ―Social Precedence of Castes,‖ Census of India 1901 (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1902), 372; Gait, ― ppendix I‖, Census of India 1901, 119.
3. ঐ
4. শ্যামলকুমার প্রামাণিক - পুণ্ড্রদেশ ও জাতির ইতিহাস ২০০০, ফার্মা কে এল এম, পৃষ্ঠা-১৪৯।
5. ঐ পৃষ্ঠা - ৩৪।
6. Soumen Biswas - Aspects of the Socio-Political History of a Scheduled Caste of Bengal: A Case Study of the Pods (1872–1947) PhD Thesis, page-4.
7. H. H. Risley, The People of India (Calcutta and Simla: William Clowes and Sons, 1915),page- 216.
8. ঐ
9. মনীন্দ্রনাথ জানা - সুন্দরবনের সমাজ ও সংস্কৃতি, দীপালী বুক হাউজ, ১৯৪৪, পৃষ্ঠা- ৪৬।
10. ঐ

11. H. Beverley, Census of Bengal (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1872), 188.
12. শ্যামলকুমার প্রামাণিক - পুণ্ড্রদেশ ও জাতির ইতিহাস ২০০০, ফার্মা কে এল এম, পৃষ্ঠা-১৫৭-১৫৮।
13. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ১৮১।
14. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ১৯-২০।
15. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ৫।
16. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ৭-৮
17. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ৯।
18. Raicharan Sardar, Deener Atmokahini Ba Satya-Pariksha, cited in Naskar, Poundra Manisha, Vol. 1, 335–336.
19. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ১৬।
20. Section 7 of Regulation IV of 1809, and again in Regulation XI of 1810, cited in O'Malley, Census of India 1911, Vol. V, P. 229.
21. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ১৬।
22. সনৎ কুমার নস্কর - পৌণ্ড্র মনীষা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৭৪-৩৭৬।
23. সনৎ কুমার নস্কর -ঐ
24. Sekhar Bandyopadhyay, Caste, Politics and the Raj, Bengal, 1872-1937 (Kolkata: K. P. Bagchi & Company, 1990),Page-5.
25. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় - ঐ, পৃষ্ঠা-১৫২।
26. Soumen Biswas- পৃষ্ঠা- ২০২।
27. Dhurjati Naskar, Poundra Kshatriya Kulatilak (South 24 Parganas:PoundraKshatriya UnnayonParishad,2008), P-59.
28. সনৎ কুমার নস্কর -ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৮০-৮১।
29. শ্যামলকুমার প্রামাণিক - ঐ পৃষ্ঠা- ১৬৯।
30. শ্যামলকুমার প্রামাণিক - ঐ পৃষ্ঠা- ১৭১।
31. শ্যামলকুমার প্রামাণিক - ঐ পৃষ্ঠা- ১৭৩।
32. Soumen Biswas- ঐ, পৃষ্ঠা- ২০৬।

*****

# ৪

# পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির গৌরব

**পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির** কুল ক্রমাগত কতকগুলি গুণ আছে, তাহাতে বিশেষ গন্ধের বিষয় কিছু না থাকিলেও একান্ত অগৌরবের বিষয় নহে।

**প্রথম তাহারা এক দম্মলিঙ্গী, সকলেই পবিত্র বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত।** সুদূর ভবিষ্যতে তাহাদের মধ্যে কোন মনোমালিন্য বা জাতীয় বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই। "একদেশ, একধর্ম্ম, একমনঃ প্রাণ, একধর্মে দীক্ষিত" ইত্যাদি কথা কয়টির মর্ম্ম যেন প্রচ্ছন্নভাবে সার্থকতা রক্ষা করিতেছে।

**দ্বিতীয়—তাহারা গোস্বামী বংশের শিষ্য।** সকলেই নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর প্রভৃতি এবং তাঁহাদের শাখা বংশের মন্ত্রশিষ্য।

**তৃতীয়—ভিক্ষাজীবী নহে।** ইহাদের মধ্যে যদি কেহ খাইতে না পাইয়া উপবাসেও মরে তথাপি আত্মসম্মান নষ্ট করিয়া কখন পরমুখাপেক্ষী হয় না। "যাচনে মান নাশায়" নীতি একাল পর্য্যন্ত দৃঢ়রূপে ধরিয়া আছে।

**চতুর্থ—দাসজাতি নহে।** এই অন্ন সঙ্কট যুগে একাল পর্যন্তও তাহারা দ্বিজ-ধর্ম্মের বিগর্হিত দাস্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে

প্রস্তুত করিতে প্রস্তুত হয় নাই। বর্ত্তমানে দাস্য-বহুল কালে এইটী খুবই প্রশংসনীয়।

**পঞ্চম—দুষ্কৃতিপরায়ণ নহে।** ইংরেজ শাসনের আমল হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত জেলখানার খাতা অন্বেষণ করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। ইহা একটা বিরাট জাতির পক্ষে ভাবিবার কথা!

**ষষ্ঠ—অতিথিপরায়ণ।** পৌণ্ড্রজাতির গৃহে অতিথি অভ্যাগত উপস্থিত হইলে কিছুতেই পরান্মুখ হয় না। নানা অসুবিধাসত্ত্বেও দেবতাজ্ঞানে তাহাদের পূজায় তৎপর হয়। এই কলিকালে এরূপ ভক্তি ও স্বার্থত্যাগ সুখ্যাতির যোগ্য সন্দেহ নাই।

**সপ্তম—সদাচারী।** সদাচারে ব্রাহ্মণেরও বড় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উৎকট বিলাসিতা বা কদাচার তাহাদের মধ্যে আদৌ প্রবেশলাভ করে নাই।

**অষ্টম—নিজের শাসক।** তাহাদের ঘরে ঘরে যতই কেন বিবাদ হউক না সহসা কিছুতেই আদালত বা ফৌজদারীর আশ্রয় গ্রহণ করে না। ইহাদের পঞ্চকী, সপ্তকী, নবগ্রামী ও বাইশী নামে সমাজ বা মজলিশ (শাসন বিভাগ) আছে। তাহার নির্দ্দেশ মতে পৌণ্ড্র সমাজের যাবতীয় কার্য্যকলাপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই সামাজিক গণ্ডির বাহিরে গিয়া কাহার স্বেচ্ছাচার করিবার অধিকার নাই। যদি কেহ করে তৎক্ষণাৎ সে অপরাধী বলিয়া গণ্য হয়। এবং সে অপরাধের যতই কেন গুরুত্ব হউক না গ্রামীণ বা পকী সমিতিতে সুশেষ না হইলে বাইশী মজলিশে তাহা সুশেষ হইবেই। প্রকারান্তরে ইহা হাইকোর্টের সমতুল্য। এই সামাজিক হাইকোর্টে রীতিমত চোপদার, উভয় পক্ষের ব্যারিষ্টার জজ-কমিশন সবই নিযুক্ত হইয়া থাকে। সত্য সত্যই যে জাতির মধ্যে এইরূপ সামাজিক শাসন বিভাগ আছে সেই সমাজই জীবিত রহিয়াছে। অন্যান্য সমাজ মৃত। এ শাসনে পয়সার শ্রাদ্ধ হয় না, ঘুষ চলে না,

লোকের চক্ষে ধুলি। দিবার যো থাকে না। জাল জুয়াচুরী মিথ্যা সাক্ষের ভয় রহে না। গতিকেই এই শাসনপদ্ধতি অতিশয় উত্তম।

**নবম—স্বাবলম্বী।** সেই যে অতি প্রাচীন কাল হ'তে কৃষিকাজ ও রেশম কীট পালন বৃত্তি ধরিয়াছে তাহা অদ্যবধি ত্যাগ করে নাই। একদিকে তাহারা পৃথিবীর অন্নদাতা পিতৃস্থানীয়, অন্যদিকে লজ্জা নিবারণকারী বস্ত্রদাতা স্বামী স্থানীয়। এমত স্থলেও দেশবাসী পৌণ্ড্রজাতির নাম অবগত নহে ইহা বড় আশ্চর্যের বিষয়! ইহাদেরই পরিশ্রম ও ব্যুৎপত্তি লব্ধ কোয়া (রেশম) খরিদ করিয়া ইংরেজ, ফরাসী কুঠীওয়ালাগণ কালে ধনকুবের হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করত স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। একদা কোন এক কুঠীয়াল সাহেব একজন পাইকারকে (কোরা খরিদকারীকে) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন— How much wealthy are those persons from whom you buy these finest things? and how many Lakhs of Rupees are required to build such a Factory ? "যাহাদের কার্য্যালয় হইতে এই অত্যুৎকৃষ্ট সামগ্রী ক্রয় করিয়া আন তাহারা কতবড় ধনী? তাহাদের মত একটা কল কারখানা প্রস্তুত করিতে কয় লক্ষ টাকা দরকার পড়ে?"

**- শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়। আর্য-পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ।**

*****

# ৫

# “সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ” সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা

**বর্তমান সমাজ**, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় পরিপ্রেক্ষিতে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আমাদের বর্তমান পৌণ্ড্র সমাজ আজ অভিভাবকহীন, অনাথ। এই সমাজের সমস্যা, অধিকার সম্পর্কে বলার কোনও সংগঠন নেই, নেতা তো দূরের কথা। ফলে আমাদের সমাজ ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। পশ্চিমবঙ্গের নমশূদ্র সমাজ ও রাজবংশী সমাজ সংঘটিত হয়ে তারা সরকারের নিকট থেকে তাদের সম্প্রদায়ের গুণী মহাপুরুষদের নামে তারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছে। অথচ আমরা আমাদের সমাজের মহাপুরুষদের নামে কোনও প্রতিষ্ঠানের দাবী পর্যন্ত করতে অসমর্থ। কারণ আমরা সংগঠিত নই। শুধু তাই নয়, আমাদের সমাজ এতটাই ইতিহাস বিমুখ যে, নিজ সম্প্রদায়ের মহান ব্যক্তিদের নামের সাথে পরিচিত পর্যন্ত নয়। তাই আমরা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছি, যারা সংঘটিত তারা সমস্ত রকমের সুবিধা আদায় করছে। আমরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন ছাড়া আর কিছু করছি না। আমাদের সমাজের যুবরা উপযুক্ত পরামর্শ ও সাহায্যের অভাবে হয় তারা অন্য রাজ্যে কর্ম প্রচেষ্টায় রত অথবা বিপথগামী। তাদের দিশা

দেখানোর জন্য একটি সংগঠনের প্রয়োজন। যুবদের উপযুক্তভাবে নির্মাণ এবং নারীদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সংগঠনের প্রয়োজন। যেখানে আমাদের সমস্যার কথা আমরা মন খুলে আলোচনা করতে পারি, প্রয়োজনীয় সমাধানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি। আমাদের সমাজের ইতিহাস ও মনীষীদের কর্মকাণ্ড নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি এমন একটি সংগঠন প্রয়োজন। যারা ইতিহাস ভুলে যায়, তারা একই ইতিহাসের সম্মুখীন হয়। তাই আমাদের অতীত ইতিহাস বা পূর্বকৃত ভুল বা ভালো কাজ সম্পর্কে আমাদের সমাজকে ওয়াকিবহাল করানোর জন্য একটি সংগঠনের প্রয়োজন। সুযোগের অভাবে অনেক প্রতিভা নষ্ট হয়ে যায়। একটি সংগঠনের মাধ্যমে আমরা আমাদের সমাজের উঠতি প্রতিভাদের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করতে পারি। আজকের সমাজ অনেকটা সামাজিক মাধ্যমে আসক্ত, তাদের দিশা দেখাতে হলে তাদেরকে সংগঠনে সামিল করা দরকার। এর জন্য সংগঠনের প্রয়োজন। সমাজের নেগেটিভ চিন্তাধারাকে সঠিক পদ্ধতিতে পজিটিভ করতে হলেও একটি সংগঠন দরকার। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠিত হলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ শক্তিশালী হবে, আর শক্তিশালী সমাজ রাষ্ট্র গঠনে দক্ষ ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমান পৌণ্ড্র সমাজের অধিকাংশ মানুষ, রাষ্ট্র সম্পর্কে আশাহীন, দেশপ্রেম হীন, কর্মে উদ্যমহীন, ব্যক্তি জীবনে হতাশা-নিরাশাগ্রস্ত এবং নিজ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য অপরের বদান্যের মুখাপেক্ষী। অথচ একসময় আত্মমর্যাদা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের আত্মজাগরণ ঘটে। আজ অনেক পৌণ্ড্র সেই মর্যাদাবোধ হারিয়ে ফেলেছে। এই সমাজ বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী উপহার দিয়েছে, অথচ বর্তমান প্রজন্ম তাদের নাম পর্যন্ত জানেনা। দোষ তাদের নয়, দোষ সমাজের অগ্রবর্তী মানুষের। তারা সঠিক দায়িত্ব পালন করেনি, তারা সংগঠিত হয়নি। তাই আমরা যদি এখনও সংগঠিত না হই আমাদের সমাজকে পিছিয়ে দেওয়া বা রাখার জন্য আমরাই দায়ী হবো। তাই

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সকলের একটি সংগঠন নির্মাণ করা উচিৎ ও তাতে সকলকে সামিল করা উচিৎ। উপযুক্ত সংগঠনের অভাবে আমাদের সমাজের জনপ্রতিনিধিরা উপযুক্ত ভূমিকা পালনে অনেক সময় ব্যর্থ হয়। কারণ তাদের পেছনে তার সমাজের যে সমর্থন দরকার তা তাদের থাকেনা। ফলে তারা অন্য সমাজের মানুষদের অঙ্গুলি হেলনে চলেন। এর জন্যও একটি সংগঠন দরকার। এই সমাজের মানুষ একে অপরের পাশে দাঁড়াতে পারে, একে অপরকে পরামর্শ, বুদ্ধি ও অর্থ সাহায্য করতে পারে তেমন কোনও সংগঠন এই সমাজের নেই। তাই সংগঠন দরকার। কোনও গুণী মানুষকে যদি সেই সম্প্রদায়ের মানুষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে তাহলে অন্যরাও সম্মান প্রদর্শন করে না। তাই একটি সংগঠন প্রয়োজন যেখানে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের গুণী মানুষদের সংবর্ধনা দেওয়া যায়, শ্রদ্ধা জানানো যায় এবং তারা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজকে তাদের পরামর্শের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পান। এই সমাজের আর্থিক দিক দিয়ে অনগ্রসর মানুষদের আর্থিক ভিত্তি মজবুত করার জন্যও একটি সংগঠন প্রয়োজন। সর্বোপরি, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মঙ্গল চিন্তা এবং সার্বিক বিকাশের জন্য এই সমাজের মানুষদের জন্য, এই সমাজের মানুষদের নিয়ে একটি সংগঠন থাকা উচিত। **তাই সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।** পৃথিবীর প্রথম দার্শনিক মহর্ষি কপিল মুনি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষ ছিলেন। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা একসময় রাজার জাতি ছিল। তাই সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মানুষের কর্তব্য হল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার ও সার্বিক বিকাশের জন্য এই সংগঠনে যোগদান করা এবং নিজ সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করা। ভারতে প্রায় ৩০০০ হাজার জাতি আছে। ধর্ম, কর্ম এবং অবস্থান ভেদে এদের উৎপত্তি (একটি গ্রামে যেমন একাধিক পাড়া থাকে কতকটা তেমনভাবে ভারত এই জাতিতে বিভক্ত যা ভারতকে অনন্য বৈচিত্র্য প্রদান করেছে, চিন্তা ও সংস্কৃতিকে করেছে সর্বজনীন)। ভারতের প্রত্যেকটা জাতি ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির এক একটি স্তম্ভস্বরূপ।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির অনেক স্তম্ভের মধ্যে একটি অন্যতম স্তম্ভ। 'সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ' তার সাধ্যানুসারে একটি স্তম্ভের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদের দেশ, ভারতমাতাকে মজবুত করতে বদ্ধপরিকর। তাই সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব নির্বিশেষে কোনও দ্বিধা, সংকোচ না রেখে এই সংগঠনে যুক্ত হবেন, সংগঠনের কর্মকর্তারা এই কামনা করে।

**জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ।।**

*****

# ৬

# সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১। ভারতের পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের মানুষদের মধ্যে ক্ষত্রিয় চেতনা বৃদ্ধি ও তাদেরকে একই সংগঠনের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসা।

২। পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে ইতিহাসবোধ ও একতাবোধ জাগ্রত করা ও সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরি করা।

৩। পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে আত্মমর্যাদা আন্দোলনের মাধ্যমে আত্মসম্মান বোধ বৃদ্ধি করা

৪। পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে "Payback to your Society" ধারণা জাগ্রত করা।

৫। পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতি চেতনা বৃদ্ধির জন্য কপিল মেলার আয়োজন করা।

৬। পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে সমাজ ও দেশের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধ আরও বৃদ্ধি করা।

৭। পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে আত্মনির্ভরতার মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নের ধারণা জাগ্রত ও বর্ধিত করা।

৮। পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের মানুষের মধ্যে আধুনিক সমাজ সংস্কার সম্পর্কে সচেতন করা। জাতপাত ও ধর্মের ব্যবধান মুছে ফেলা।

৯। পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের যুবদের নিয়ে **'পৌণ্ড্র সেনা'** গঠন এবং নারীদের নিয়ে একটি **'দেবী বাহিনী'** গঠন করা।

১০। পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের মানুষকে নানাবিধ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ও আলোচনা সভাতে সামিল করা।

১১। পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের মানুষকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও সম্মাননা প্রদর্শন।

১২। পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

# ৭

# সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সামাজিক বিধিসমূহ

**পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ** হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত, তাই হিন্দুদের সামাজিক বিধি পৌণ্ড্র সমাজে প্রযোজ্য। কিন্তু হিন্দু সনাতন সমাজবিধি বহু পূর্বে নির্মিত, কালের নিয়মে তাতে অনেক বিধি অপ্রাসঙ্গিক বা বর্তমানের চলার পথে বাধাস্বরূপ। সেই বাঁধা অপসারণ করে পৌণ্ড্র সমাজকে আরও গতিশীল ও প্রাণবন্ত করে তুলতে কিছু সংস্কার বিধি পৌণ্ড্র সমাজের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হল-

1. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সামাজিক বৈষম্যে বিশ্বাস করে না। যারা বৈষম্যে বিশ্বাস করে তাদের নিন্দা করে। রাষ্ট্রের সামাজিক পরিবেশ তার নাগরিকদের নির্মাণ করে। এই নির্মাণ বৈষম্যহীনভাবে হওয়া উচিত এটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ মনে করে।
2. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সর্বজনীনতার নীতিতে বিশ্বাস করে এবং মেনে চলে।
3. হিন্দু সমাজে একজন ব্রাহ্মণের যে অধিকার, একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়েরও সেই অধিকার। সব মানুষের সমান অধিকার।
4. সমাজে নারী-পুরুষের সমান অধিকারে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ বিশ্বাস করে।
5. রামায়ণের সীতার আদর্শই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের নারীর আদর্শ। বাংলা ১৩৩০ সন নাগাদ হিন্দু সমাজের মধ্যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় রমণীগণ সবথেকে বেশী পবিত্র ও গৌরবের অধিকারী ছিল, কারণ এই সময় পতিতা

রমণীদিগের মধ্যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির রমণী ছিল না বললেই চলে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের নারীদের এই পবিত্রতা ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

6. চরিত্র বল ও আত্মসম্মান বোধ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের অন্যতম ভিত্তি হবে।
7. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের কোনও সদস্য দেশ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও নিজ সম্প্রদায়ের জন্য যত ত্যাগী হবেন তিনি সমাজে তত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবেন। তাই একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের জীবনে ত্যাগ ব্রতের গুরুত্ব অপরিসীম।
8. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ যেকোনোও পাপ কর্মের নিন্দা করে। তাই পৌণ্ড্র সমাজের সদস্যরা ক্ষুদ্র পাপ কাজেও বিরত থাকবে এই আশা করে।
9. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পৌরহিত্য করতে পারবে। উপনয়নেও কোনও বাঁধা নেই।
10. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারী বা পুরুষের যে কোনও ধরণের অবৈধ সম্পর্ক নিন্দিত হবে।
11. কুমার বা কুমারী অবস্থায় যৌন সংসর্গ পাপ বলে বিবেচিত হবে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে। বিবাহের পূর্বে কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে।
12. সন্তানকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা প্রত্যেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পিতা মাতার অন্যতম প্রধান কর্তব্য। এই কাজে অবহেলা পাপ বলে বিবেচিত হবে।
13. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ নিন্দনীয় কাজ বলে বিবেচিত হবে।
14. সময়মত পুত্র বা কন্যার বিবাহ দান পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পিতা মাতার অন্যতম কর্তব্য।
15. অন্য ধর্মে কন্যার বিবাহ দেওয়া পাপ কাজ বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু অন্য ধর্মের কন্যা বিবাহ করা পুণ্য কর্মরূপে বিবেচিত হবে।

16. প্রত্যেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পিতা মাতা তার কন্যা সন্তানকে লাভ জেহাদ সম্পর্কে সচেতন করবেন এবং তাকে সনাতন ধর্মীয় শিক্ষা দেবেন। সন্তানকে নিজ ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল করে গড়ে তোলা পিতা মাতার আবশ্যিক কর্তব্য।
17. বিবাহে যৌতুক প্রদান ও গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। তবে পুরাণ প্রকৃতি বা লোকাচার মানতে হবে। পিতা মাতা সন্তানদের গহনা ছাড়া অন্য কিছু বিয়ের সময় দেবেন না। বিপদে পড়লে বা কোনও কারণে একান্তই কিছু জিনিস দিতে হলে অবশ্যই পাশে দাঁড়াবেন।
18. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে নারী দেবীরূপে বিবেচিত হবেন। নারীদের আচরণও মাতৃসুলভ হবে।
19. সৎ সন্তান পেতে গেলে নারীকে শুদ্ধ ও সৎ হতে হবে - পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারীরা এটা মেনে চলবেন।
20. বিধবা বা বিপত্নীক অবস্থায় পুনর্বিবাহ করা যাবে।
21. সন্তানকে ছোট বেলা থেকেই ধর্মশিক্ষা ও নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়া পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পিতা মাতার আবশ্যিক কর্তব্য। **ধর্ম ও Religion-এর পার্থক্য সম্পর্কে সন্তানকে সচেতন করবেন।**
22. নিজ সমাজের ইতিহাস ও মনীষীদের সম্পর্কে সন্তানকে অবহিত করা পিতা মাতার দায়িত্ব।
23. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের বিবাহ হিন্দু রীতি মেনে হবে।
24. লিভ টুগেদার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সমর্থন করে না, কারণ এটি লোভ ও ভোগের চূড়ান্ত প্রকাশ। নৈতিকতার চরম অধপতিত স্তরে এটা ঘটে থাকে।
25. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে সবচেয়ে বেশী গোলমাল দেখা যায় মৃতের শ্রাদ্ধকে কেন্দ্র করে। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত হল - বৈঠক মৃতের বাড়ীতে হবে পঞ্চম দিন বা তার মধ্যে। দশা বা ক্ষৌর কর্ম মৃত্যুর দশম দিনে হবে। শ্রাদ্ধ ১১ দিনের দিন হবে। নিয়মভঙ্গ ও অতিথি আপ্যায়ন ১২ দিনের দিন হবে। রামায়ণ গান বা রামলীলা নিয়মভঙ্গ ও অতিথি আপ্যায়নের দিন

রাত্রে হবে। আরও একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে এব্যপারে যে, শ্রাদ্ধ হল মৃত ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা জানানোর অনুষ্ঠান। কিন্তু বর্তমানে এটা একটা ভোজন অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছে যা কাম্য নয়। শ্রাদ্ধের দিন পিণ্ড দানের পর মৃত ব্যক্তির প্রতিকৃতির সামনে সবাই মিলিত হবেন এবং সেখানে মৃতের পুত্র কন্যাদের মধ্যে একজন, প্রতিবেশী থেকে একজন এবং আত্মীয়দের মধ্যে থেকে একজন মৃত ব্যক্তির ভালো দিকগুলো তুলে ধরে শ্রদ্ধা জানাবেন ও উপস্থিত ব্যক্তিদের নৈতিক বার্তা দেবেন। বাড়তি কেউ বলতে চাইলে সুযোগ দেওয়া উচিত। কোনও নেতিবাচক বক্তব্য চলবে না। শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রভাবশালী নেতারা হস্তক্ষেপ করেন। এক্ষেত্রে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের অবস্থান হল, মৃত ব্যক্তির সন্তানরাই স্থির করবেন তারা কত সংখ্যক অতিথিকে আপ্যায়ন করবেন। বৈঠকে উপস্থিত ব্যক্তিরা মৃতের সন্তানদের সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিয়ে তার রূপায়নে সহযোগিতা করবেন। সিদ্ধান্ত সবসময় নৈতিকতা সম্পন্ন হওয়া উচিত। মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনায় গরীব কল্যাণে দান করা যেতে পারে।

**26.** সামাজিক ব্যপারে রাষ্ট্রীয় বিধি সকলকে মান্য করতে হবে।

**27.** যুক্তি সঙ্গত সামাজিক বিধি লঙ্ঘন করে সমাজের ক্ষতি করা চলবে না। লোক দেখানো সামাজিক বিধি প্রবর্তনের চেষ্টা নিন্দনীয়।

**28.** শাঁখা ও সিঁদুর পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পাঁচ হাজার বছরের পুরানো ঐতিহ্য। বিবাহিত মহিলারা এটা না পরলে তিনি বা তারা সামাজিক ঐতিহ্য বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত হবেন। এই ধরণের মহিলাদের শুভ অনুষ্ঠান থেকে দূরে রাখা উচিৎ।

**29.** পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত গ্রামে **সাপ্তাহিক মিলন/পাঠচক্র** হবে। সেখানে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনীষীদের রচনা থেকে পাঠ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা, সাংগঠনিক অগ্রগতি ও বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ রণকৌশল ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হবে।

**30.** পৃথিবীর যেকোনোও দেশের সমাজ পর্যালোচনা করলে চারটি শ্রেণী পাওয়া যায়। বিদ্যাচর্চা ও বিদ্যাদানরত শ্রেণী, দেশরক্ষা ও শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষাকারী শ্রেণী, উৎপাদক ও ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং সেবক শ্রেণী। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজেও এই চার শ্রেণী বিদ্যমান। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ মনে করে সব শ্রেণী কর্মের ভিত্তিতে তৈরি এবং সকলের মর্যাদা সমান।

**31.** পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী স্বীকার করে না। কারণ এটি সামাজিক সাম্যের পরিপন্থী। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ বৈদিক সাম্যবাদে বিশ্বাসী। হিন্দু সনাতন ধর্মের মধ্যে সকল সম্প্রদায় সমান মর্যাদার অধিকারী বলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ মনে করে।

**32.** পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ বর্তমানে ভারতীয় সংবিধানের তপশীল অন্তর্ভুক্ত জাতি, তাই শিক্ষা ও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের অধিকারী। সাম্যের অধিকার ও সংরক্ষণের অধিকার পরস্পর বিরোধী। তাই সংরক্ষণ থাকা উচিৎ কিনা এ নিয়ে তপশীলীদের মধ্যে দ্বিমত পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে অনেকে এপ্রসঙ্গে মেধা বঞ্চনার কথা বলেন। ফলে বর্তমানে বিষয়টি বেশ জটিল আকার ধারণ করেছে। তাছাড়া রাজনৈতিক নেতাদের অসংবেদনশীলতা ও দুর্নীতি সংরক্ষণ কার্যকরীতে অন্তরায়স্বরূপ। এছাড়া বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি (Artificial Intelligence) আসার কারণে সারা বিশ্বে চাকরির বাজার সংকুচিত হয়ে আসছে। অন্যদিকে প্রযুক্তি নির্ভর সামগ্রীর উৎপাদন ও বিপণন বাণিজ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ মনে করে শিক্ষিত যুবক যুবতীদের চাকরির মুখাপেক্ষী না হয়ে নতুন বিশ্বের নতুন সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। অর্থাৎ তারা উৎপাদন ও বানিজ্যে নিজেদের শিক্ষার জ্ঞানকে প্রয়োগ করুক। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ একসময় যে আত্মমর্যাদার অধিকারী ছিল তা এই পথেই পুনরুদ্ধার সম্ভব।

33. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ জাতি প্রথার বিরোধী। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ এও মনে করে বর্তমান পদবী ব্যবস্থা সামাজিক সাম্যের অন্তরায় ও জাতি প্রথা বহাল রাখার সহায়ক। তাই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সমস্ত পদবীর বিলোপ কামনা করে অথবা সকল ব্যক্তিকে তার পছন্দ মতো পদবী গ্রহণের অধিকার প্রদানের নীতিতে বিশ্বাস করে। যতদিন জাতি প্রথা নামক সামাজিক বৈষম্য বিদ্যমান থাকবে ততদিন তপশীলীদের সংরক্ষণ উঠা উচিত নয়। একটির সাথে আর একটি বিষয় সম্পৃক্ত। যারা জাতি প্রথার মত বৈষম্য বজায় রাখতে চায় তারা সংরক্ষণ উঠে গেলে বৈষম্য করবে না তার নিশ্চয়তা কোথায় ?

34. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সামাজিক অশৌচ বিধি সরলীকরণের পক্ষপাতী। জন্ম অশৌচের ক্ষেত্রে পূর্ব তিন পুরুষদের জন্য তিন দিন, সম ও উত্তর পুরুষদের জন্য পাঁচ দিন অশৌচ পালন করলে হবে। মৃত অশৌচের ক্ষেত্রে পূর্ব তিন পুরুষদের ও সম পুরুষদের জন্য পাঁচ দিন এবং উত্তরপুরুষ ও সন্তানদের জন্য দশ দিন অশৌচ পালন করলে হবে। বিদেশে অবস্থানকারীদের জন্য তিন দিন। সন্তান বিদেশে থাকলেও তাকে পূর্ণ অশৌচ পালন করতে হবে।

35. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সদস্যরা মার্জিত পোশাক পরিধান করবেন। বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশেষ পোশাক পরিধানের চেষ্টা করবেন। যেমন- শ্রাদ্ধ বাড়ীতে সাদা পোশাক, বিবাহ বাড়ীতে কালো পোশাক পরিহার, মৃতদেহ সৎকারে লাল পোশাক পরিহার ইত্যাদি মেনে চলা কাম্য।

36. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সামাজিক বিষয়ে দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্যের চিন্তাভাবনার অনুসারী। তাই প্রত্যেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের উচিৎ দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্যের লিখিত গ্রন্থের পাঠ ও চর্চা করা।

37. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সদস্যদের মনে রাখতে হবে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ভাই ভাই এবং হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ঐক্যে, হিন্দু ঐক্যে ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যে বিশ্বাস রাখা আবশ্যিক।

38. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সদস্যরা শিক্ষা, সংস্কৃতির অনুরাগী হবেন এবং উদ্যোগী ও সংগঠকের ভূমিকা পালন করবেন।

39. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সদস্যদের মনে রাখতে হবে আমরা আগে হিন্দু তারপরে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ইত্যাদি।

40. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ মূর্খতা ও মূর্খ ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেবে না। মূর্খতা পাপ বলে বিবেচিত হবে।

41. **পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সদদস্যদের মনে রাখতে হবে, সমাজের সকল ক্ষেত্রে ও উচ্চস্তরে নিজেদের সুপ্রতির্ষ্ঠিত করতে হবে এবং ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় হিসাবে নিজ সম্প্রদায়কে প্রতির্ষ্ঠিত করতে হবে। আমরা যেমন পৃথিবীতে উন্নত জাতি বলতে ইহুদী বা জাপানের কথা বলে থাকি, তেমনি ভারতেও উন্নত সম্প্রদায় বলতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের কথা যেন বলা হয়, এমন উচ্চস্তরে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের বিরাজ করতে হবে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সদস্যদের সৎচরিত্র, সৎব্যবহার ও সৎ মানসিকতায় এতটাই উন্নত হতে হবে যেন অন্য সমাজের মানুষরা তাদের অনুসরণ বা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে। পৃথিবীর ৮০০ কোটি মানুষের মধ্যে এক কোটি ইহুদী যদি নিজেদের শ্রেষ্ঠস্থানে নিয়ে যেতে পারে তাহলে ভারতের ৩৬ লক্ষ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের শ্রেষ্ঠ স্থানে উঠা অসম্ভব কেন হবে ? “একদিনে হবে না, কিন্তু একদিন হবে” পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সদস্যদের এই মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে। অপরকে হিংসা, বিদ্বেষ বা সমালোচনা করে নয়, চরিত্রবল ও সৎকর্মের মাধ্যমে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের বড় হতে হবে বা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে।**

*****

# ৮

# সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের ধর্মীয় অবস্থান

1. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সনাতন হিন্দু ধর্মের সর্বজনীনতায় বিশ্বাস করে।
2. **পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সদস্যদের ধর্ম ও Religion-এর পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।**
3. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত একটি সম্প্রদায়।
4. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ হিন্দু ধর্মের ঐক্যে বিশ্বাস করে।
5. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ মনে করে হিন্দুদের সব সম্প্রদায় সমান।
6. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ হিন্দু ধর্মের বিকাশ ও প্রগতিতে বিশ্বাসী।
7. কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বা ধর্ম যদি হিন্দু সম্প্রদায় বা তার কোনও সদস্যকে আঘাত করে, তাহলে সেই ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বা ধর্মকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের শত্রু হিসাবে বিবেচনা করা হবে।
8. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের যে কোনও সদস্য, পুরুষ নারী নির্বিশেষে মনে করলে সে ব্রাহ্মণের পেশাও গ্রহণ করতে পারবে অর্থাৎ সে পূজা-অর্চনা করতে পারবে। উপনয়ন নিতেও কোনও বাঁধা নেই।
9. **পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ ধর্মান্তরকরণে বিশ্বাস করে না। কিন্তু ঘর ফেরতে বিশ্বাস করে। তাই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের কোনও সদস্যের অন্য ধর্মে যাওয়ার অধিকার নেই। বরং অন্য ধর্ম থেকে হিন্দু ধর্মে ফেরত এলে তারা স্বাগত। ঐতিহাসিক কারণেই এই সিদ্ধান্ত।**

**10.** পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত এলাকায় বিদেশী ধর্মের কোনও প্রতিনিধি ধর্ম প্রচারে এসে যদি প্রলোভিত করে, তাহলে তাতে একযোগে বাধাদান পবিত্র ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হবে এবং প্রতিরোধকারীরা বিশেষ মর্যাদা পাবেন।

**11.** পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সদস্যদের বিদেশী ধর্মের গোপন এজেণ্ডা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে এবং এটা নিয়ে সাংগঠনিকভাবে সবাইকে সতর্ক করতে হবে ও সতর্ক থাকতে হবে।

**12.** যারা ধর্মীয় দিক থেকে উদার নয়, তাদের প্রতি ধর্মীয় উদারতা প্রদর্শন কাম্য নয়।

**13.** পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের ধর্মাচরণে বাধাদানকারী ব্যক্তি দেশের শত্রু ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হবেন এবং বাধাদানকারী ধর্ম দেশ বিরোধী ধর্ম হিসাবে বিবেচিত হবে।

**14.** ভারতীয় পঞ্চোপসনা পদ্ধতির যে কোনও পদ্ধতিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের যে কোনও সদস্য উপাসনা করতে পারবেন।

**15.** হিন্দু উপাসনা পদ্ধতির নিন্দা পাপ বলে বিবেচিত হবে।

**16.** হিন্দু ঠাকুর-দেবতা নিয়ে তামাশা, উপহাস ইত্যাদি নিন্দনীয় ও পাপ কাজ বলে বিবেচিত হবে।

**17.** ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পরের সহায়ক এই ধারণাকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ মান্যতা প্রদান করে।

**18.** ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকার নীতিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ বিশ্বাস করে।

**19.** ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ অনুসরণ করে ও করবে এবং প্রসার ও প্রচারে সচেষ্ট হবে।

**20.** পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ **‘হিন্দু রাষ্ট্রে’র** দাবীকে সমর্থন করে এবং আগামী দিনেও করবে। কারণ পৌণ্ড্র সমাজের সুরক্ষা হিন্দু ও হিন্দু রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত।

21. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সদস্যদের ভারতের ধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং ঐতিহাসিক বিপর্যয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে। **আমরা মহাভারতের সময়কালে রাজার জাতি ছিলাম। কেন আজ আমাদের এই অধঃপতিত অবস্থা, এবিষয়ে চর্চা আবশ্যক এবং আমাদের অতীত অবস্থা পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হতে হবে।**

22. ভারতের বর্তমান মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিল। তাদের বলপূর্বক অত্যাচারের মাধ্যমে বা প্রলোভনের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত করা হয়। তাদের হিন্দু ধর্মে পুনরায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। মুসলিমদের দ্বারা হিন্দু মন্দির ধংস, হিন্দুদের বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ ও মুসলিম অত্যাচারের ইতিহাস সম্পর্কে চর্চা করতে হবে এবং ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। সুন্দরবনের দক্ষিণ রায়ের ইতিহাস প্রত্যেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে স্মরণে রাখতে হবে।

23. খ্রিস্টানরা ভারতবাসীর দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে লোভ দেখিয়ে কৌশলে ধর্মান্তরিত করে। এবিষয়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সদস্যদের সতর্ক থাকতে হবে এবং ধর্মান্তর প্রতিরোধ করতে হবে।

24. **“অহিংসা পরমো ধর্মহ, ধর্মহিংসা তথৈব চ।”** অহিংসাই হল পরম ধর্ম, ধর্মরক্ষার্থে হিংসাও সেই ধর্মেরই অন্তর্গত। এর অর্থকে ব্যাখ্যা করে বলা যায়ঃ- হিংসা না করা মানুষের প্রকৃত ধর্ম কিন্তু নিজ ধর্ম রক্ষার প্রয়োজনে হিংসার আশ্রয় নেওয়া তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আরো স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করলেঃ- অনর্থক হিংসা করা নিষ্প্রয়োজন কিন্তু ধর্ম রক্ষার্থে হিংসা করাটাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তাই ধর্মের প্রয়োজনে, জাতির প্রয়োজনে, দেশের প্রয়োজনে অহিংসা নয়, হিংসাই কর্তব্য এবং একান্ত পালনীয়। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সদস্যদের এটা মাথায় রাখতে হবে।

25. ধর্ম ও সমাজ রক্ষার জন্য কোনও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের নিস্ক্রিয় থাকা নিন্দনীয় কাজ বলে গন্য হবে।

26. ব্যক্তি আজ আছে কাল নাও থাকতে পারে। কিন্তু দেশ, ধর্ম ও সংস্কৃতি চিরন্তন। তাই এগুলি রক্ষা একান্ত আবশ্যক।

27. ধার্মিক হওয়া মানে কুসংস্কারগ্রস্ত হতে হবে এমন নয়, বরং ধর্ম চর্চার সাথে বিজ্ঞান চর্চাও করতে হবে। বিজ্ঞান প্রগতির প্রতীক, ধর্ম বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ থেকে রক্ষা করবে অর্থাৎ নৈতিকতার প্রতীক হিসাবে কাজ করবে। ধর্ম ও বিজ্ঞানে বিরোধ নেই বরং পরস্পরের পরিপূরক, ধর্ম অন্তরের বিষয়, বিজ্ঞান জাগতিক বিষয়, দুইয়ের মেলবন্ধনেই সুস্থ সমাজ, একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে এই ধারণায় বিশ্বাস রাখতে হবে।

28. দেশের ক্ষেত্রে আমাদের পরিচয় ভারতীয় ও হিন্দু সনাতনী, সমাজের ক্ষেত্রে আমাদের পরিচয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও হিন্দু।

29. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের প্রথম ঐতিহাসিক জ্ঞানী মানুষ হলেন মহামুনি কপিল। পৌষ মাসে সাগর মেলায় যার পূজা হয়। শ্রীমদ্ভাগবদগীতাতে মহামুনি কপিলকে মুনিশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। তাই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় হিসাবে আমাদের দায়িত্ব কপিল মুনির পূজার মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো। এছাড়া সংগঠন মনে করে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়দের একত্রে সমবেত হয়ে **"কপিল মুনি মেলা"র** আয়োজন করা উচিত। তাই বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে, প্রতি বছর ১৪/১৫ই জানুয়ারী  মকর সংক্রান্তির দিন কপিল মুনি মেলার আয়োজন করতে হবে এবং তাতে সমস্ত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের অংশগ্রহণ করতে হবে। মেলায় কপিল মুনি ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ইতিহাস নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা থাকবে। সাংগঠনিক বৈঠক ও বাৎসরিক সম্মেলন এই সময়য়েই মেলা প্রাঙ্গণে করতে হবে।

30. **"কপিল মুনি মেলায়" যোগ দেওয়া ও মেলার কাজে সহযোগিতা করা প্রতিটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের আবশ্যিক পূর্ণকর্ম হিসাবে বিবেচিত হবে।**

31. প্রতিটি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের বাড়ীতে পূজার জায়গায় কপিল মুনির ফটো রাখতে হবে এবং দৈনিক ধূপ-দীপ প্রদর্শন বা পূজা বাঞ্ছনীয়।

32. **ধর্মীয় বিধি পালনে অর্ধ দিবস অর্থাৎ সূর্য উদয় থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত উপোষ করা যেতে পারে। তার বেশী উপোষ কাম্য নয়। এমনকি একাদশীতেও কাম্য নয়। যেকোনোও একাদশীতে অর্ধ দিবস উপোষ করলেই যথেষ্ট।**

33. ধর্মীয় গোঁড়ামি বা মৌলবাদ ও ধর্মীয় বিদ্বেষ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ অপছন্দ করে এবং সর্বজনীনতায় বিশ্বাস করে।

*****

# ৯

# সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের অর্থনৈতিক বিধি সমূহ

1. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আর্থিক উন্নতির জন্য নিজেদের সচেষ্ট হতে হবে। **চেষ্টা করলে সফলতা মেলে** - এই ধারণা মনে পোষণ করে নিরন্তর কর্মপ্রচেষ্টা চালাতে হবে। মনে রাখতে হবে ভারতের পার্শিরা মাসে নব্বই হাজার টাকা আয়ের ব্যক্তিকে গরীব পার্শি ভাবে এবং পার্শিদের সাংগঠনিক সভায় গরীব পার্শিদের কোনও প্রবেশাধিকার নেই। এইজন্য প্রত্যেক পার্শি আগে আয়, সঞ্চয় এবং পরে ব্যয়ের কথা মাথায় রাখে। পার্শিদের মত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দেরও মনে রাখতে হবে কঠোর পরিশ্রমই উত্তরণের পথ।
2. আত্মমর্যাদা আন্দোলনের মাধ্যমে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জাগরণ ঘটে। তাই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তি যে পেশাই গ্রহণ করুন না কেন, তিনি নিজ আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন থাকবেন।
3. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের অধিকাংশ মানুষ কৃষক ও মৎস্যজীবী। তাই এই দুই বর্গের মানুষদেরকে সংগঠনে সামিল করতে হবে ও তাদের নিয়ে সাব কমিটি গঠন করে তাদের জীবন ধারণের মান উন্নয়নে সচেষ্ট হতে হবে।
4. কোনও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের নিষিদ্ধ পেশা গ্রহণ না করাই উচিত। যেমন- গরু পাচার, কালো বাজারি ইত্যাদি।

5. নিজের আর্থিক লাভের জন্য দেশ, হিন্দু সমাজ ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের ক্ষতি হয় এমন কাজ করা যাবে না।
6. একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নিজের সাধ্যমত অন্য পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়ের পাশে দাঁড়াবেন এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠনকেও সাধ্যমত দান ও সহযোগিতা করবেন।
7. জমি, বাড়ি, দোকান ইত্যাদি বিক্রির সময় একজন পৌণ্ড্র একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে অগ্রাধিকার দেবেন।
8. নিজস্ব কর্ম ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ থাকলে একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে অগ্রাধিকার দেবেন।
9. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় তার উত্তরাধিকারীদের শিক্ষিত করার জন্য অর্থ ব্যয়ে কার্পণ্য করবেন না। উত্তরাধিকারীকে নুন্যতম গ্রাজুয়েট পর্যন্ত লেখা পড়া শেখানো প্রত্যেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পিতা-মাতার অবশ্য কর্তব্য।
10. **'জমি বাপের নয় দাপের'** - এটা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মনে রাখতে হবে। জমি বাপের হলে বাংলাদেশ থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের বাপের জমি, বাড়ি ছেড়ে আসতে হত না। তাই পৌণ্ড্র এলাকায় পৌণ্ড্রদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দাপট অব্যাহত রাখতে হবে।
11. একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তি সৎপথে অর্থ উপার্জন করবেন এবং সৎকাজে তিনি সেই অর্থ ব্যয় করবেন।
12. বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠায় ভূমি ও আর্থিক সাহায্য করা একজনপৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের কর্তব্য।
13. পরিবেশ রক্ষার জন্য একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সচেষ্ট হবেন এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীতে অর্থ ব্যয় বা দান করবেন।
14. একই কাজে নারী ও পুরুষের মজুরী সমান হবে।
15. চাকুরীজীবী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়া বা দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে তিনি সংগঠনের কোনও পদে থাকতে পারবেন না এবং অভিযোগ প্রমানিত হলে তিনি তৎক্ষণাৎ বহিষ্কৃত হবেন।

**16.** সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আর্থিক উন্নতির জন্য উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করবে।

**17.** অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাজস্থানের মিনা সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃত্ববোধ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অনুসরণ করতে  হবে। মিনা সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সদস্যকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ মিনা সংগঠনে দান করতে হয়। কেউ রাজস্থানের বাইরে চাকরী পেলে, সেই জায়গায় আগে যে মিনা আছে তাকে চাকরী পাওয়া মিনার দায়িত্ব নিতে হয়, যাতে তার কোনও অসুবিধা না হয়। এছাড়া যারা বাইরে আছে তাদের মাসের নির্দিষ্ট দিনে এক জায়গায় সমবেত হতে হয়। IAS দের মধ্যে মিনা সম্প্রদায়ের সদস্য বেশী।

**18.** একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় রাজ্যের বাইরে চাকরীসূত্রে গেলে সেখানে নিকটবর্তী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে তার দেখভাল ও পরিচিতি করানোর দায়িত্ব নিতে হবে।

**19.** রাজ্যের বাইরে চাকরী পাওয়া ব্যক্তি তার দেখভালের অভিজ্ঞতা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সভায় জানাবেন।

**20.** অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়মিত আয়ের ব্যক্তিরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সংগঠনে নিয়মিত দান করবেন।

**21.** যে কোনও স্তরে সংগঠনে আর্থিক স্বচ্ছতা অগ্রাধিকারের সাথে বজায় রাখতে হবে।

**********

# ১০

# সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের রাজনৈতিক বিধিসমূহ

1. যে সমস্ত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হবেন, তারা সেবার মানসিকতা নিয়ে যুক্ত হবেন। রাজনীতি অর্থ কামানোর জায়গা নয়, সেবা করার জায়গা, যে এলাকার দায়িত্ব পেয়েছেন সেই এলাকার মানুষের সুখ দুঃখে পাশে থাকবেন। সেই এলাকার মানুষদের মধ্যে দেশপ্রেম বোধ ও পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় বোধ জাগ্রত করবেন।
2. যিনি রাজনীতি করবেন তিনি পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস ও মনীষীদের সম্পর্কে জ্ঞান রাখবেন এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জন্য তার কি করনীয় সে সম্পর্কে সচেতন থাকবেন।
3. দেশ ও দেশের ধর্ম-সংস্কৃতির পরিপন্থী কোনও রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করা যাবে না।
4. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের রীতি-নীতির পরিপন্থী কোনও রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করা যাবে না।
5. দুর্নীতিগ্রস্ত কোনও রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করা যাবে না। বর্তমানে সব রাজনৈতিক দলই কম-বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত। তাই বিভ্রান্তি তৈরি হয়। এক্ষেত্রে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সদস্যদের বলা হচ্ছে তারা যেন অপেক্ষাকৃত কম দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করেন অথবা নিজেরা দল তৈরি করে বা নির্দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।
6. রাজনৈতিক দলকে সমর্থনের সময় মনে রাখতে হবে সেই দল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের দেশ, ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুসারী কিনা। অনুসারী না হলে সমর্থন করা যাবে না।

7. সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ কেন্দ্রীয়ভাবে কোনও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিলে তা সকলকে পালন করতে হবে।

8. কোনও এলাকার জনপ্রতিনিধি সেই এলাকার অভিভাবক। অভিভাবক মার্জিত, রুচিশীল, সৎ ও শিক্ষিত হওয়া উচিত। দুর্নীতিগ্রস্ত, অসৎ, অশিক্ষিত কোনও ব্যক্তিকে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করা উচিত নয়।

9. ভারতে রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি প্রবাদ আছে - **'যে যায় লঙ্কায়, সে হয় রাবণ'**। তাই জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

10. **দেশ না থাকলে রাজনীতির কোনও মূল্য নেই। দেশ না থাকলে জীবন ও সম্পত্তিরও কোনও মূল্য নেই।** তাই দেশ বিরোধী কোনও কাজকে কোনও অবস্থাতেই সমর্থন করা যাবে না। এটা বোঝার জন্য দেশভাগ ও বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের ইতিহাস বিষয়ে পড়াশোনা করা আবশ্যক।

11. **ইতিহাস না মনে রাখলে ইতিহাস ফিরে আসে।** আমাদের পূর্বপুরুষরা বহু অত্যাচার, অবিচার সহ্য করে আমাদের দেশ, ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করেছেন। আমরা যেন তাদের সেই লড়াইয়ের ইতিহাস মনে রাখি এবং প্রয়োজনে দেশের জন্য জীবন দানে প্রস্তুত থাকি। রাজনীতির উদ্দেশ্য হোক দেশ, ধর্ম, সংস্কৃতি, জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষা ও বিকাশ।

12. রাজনীতিতে অংশ নিয়ে লোভের পরিচয় দিয়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের বদনাম করা যাবে না।

13. রাজনীতিতে সততার পরিচয় দিয়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সম্মান বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে।

14. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জনপ্রতিনিধিদের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ পরিচালিত সভায় যোগদান একটি আবশ্যিক কর্তব্য।

15. দেশভাগের ফলে আমরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত বহু এলাকা হারিয়েছি। এছাড়া একসময় পূর্ববঙ্গে পুণ্ড্রবর্ধন নামে রাজ্য ছিল। সেখানে ইতিহাস

গবেষণার সুযোগও আমাদের আজ নেই। **তাই ঐতিহাসিক কারণে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ অখণ্ড ভারতের পক্ষপাতী।**

16. আমাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করার জন্য প্রত্যেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে উদ্যোগী হতে হবে ও সেই লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।
17. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনীষীদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত হতে হবে এবং তাদের আদর্শ আমাদের অনুসরণ করতে হবে।
18. তপশীলীদের নিয়ে যেসব সংগঠন কাজ করছে তাদের সাথে যোগাযোগ রাখা যাবে যদি সেই সংগঠন, সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠনের আদর্শের সাথে সংগতি পূর্ণ হয়।
19. রাজনৈতিক বা যেকোনোও বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে সংগঠনে আলোচনার মাধ্যমে তার সমাধান করতে হবে।
20. নির্বাচনে লড়াই করার বিষয়ে সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের কর্মকর্তারা যে সিদ্ধান্ত নেবেন তা সকলকে মান্য করতে হবে।
21. সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কোনও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তি সংগঠনে কমপক্ষে পাঁচ বছর সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকলে তিনি অনুমতি সাপেক্ষে পঞ্চায়েত ভোটে নির্দল প্রার্থী হিসাবে লড়াই করতে পারবেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সহযোগিতা পাবেন।
22. যে কোনও নির্বাচনে দাঁড়ানো পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তি যদি সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের কাছে সাহায্যের আবেদন করেন তবে তাকে অবশ্যই সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের কেন্দ্রীয় কমিটির শর্ত ও নির্দেশ মানতে হবে।
23. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের, কাউকে কিছু পাইয়ে দেওয়ার থেকে তার আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির দিকে নজর রাখতে হবে।
24. বিভিন্ন স্তরের নির্বাচিত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধিদের নিয়ে কর্মশালা, আলোচনা সভা, সম্মেলন ইত্যাদির আয়োজন সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের বিভিন্ন স্তরের সংগঠন করবে। সেখানে যোগদান করতে হবে।

25. উপযুক্ত দাবী দাওয়া স্থির করে সরকারী আধিকারিকদের সঙ্গে পত্র বিনিময়, স্মারকলিপি প্রাদান, প্রতিবাদ সভা ইত্যাদি করতে হবে। উগ্রতা বর্জন করতে হবে, শালীনতা বজায় রাখতে হবে।

26. সমগ্র সুন্দরবন এলাকা একসময় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের মধ্যে ছিল। তিনি সুন্দরবনে প্রথম অনেক নতুন এলাকায় বসতি গড়ে তোলেন। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা তাঁর সেনাদলে সৈনিক হিসাবে কাজ করত। তিনি ছিলেন সুন্দরবনের ঐক্যের প্রতীক। তাই তাঁর স্মরণে **প্রতাপাদিত্য উৎসব** উৎযাপন করতে হবে।

27. সুন্দরবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু মহারাজ প্রতাপাদিত্যের নামে করতে হবে এবং প্রতাপাদিত্য নগর নামে একটি নগরের নাম রাখতে হবে, এই দাবী সরকারী মহলে জানাতে হবে। **উল্লেখ্য যে, হিঙ্গলগঞ্জের প্রথম বিধায়ক ব্রহ্মচারী ভোলানাথ মহাশয় ভাণ্ডারখালীর নাম পরিবর্তন করে "প্রতাপাদিত্য নগর" করতে উদ্যোগ নেন। তিনি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে এই দাবী তুলে ধরা আমাদের কর্তব্য।**

28. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত কোনও গ্রামে নতুন বসতি বা পাড়া গড়ে উঠলে সেই পাড়ার নাম পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনীষীদের নামে রাখতে হবে। রাজনৈতিক নেতাদের এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

29. রাজনৈতিক ব্যক্তিকে মনে রাখতে হবে তার সময় কালে তিনি এলাকার কতটা উন্নয়ন করতে পারলেন। এই উন্নয়ন শুধুমাত্র পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হবে না, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও নৈতিক উন্নয়নও হবে। উন্নয়নের মাধ্যমে তিনি গ্রামকে কতটা এগিয়ে দিতে পারলেন তার উপর তার সাফল্য নির্ভর করবে।

30. **যে জাতির মাটি নেই, তার কিছুই নেই।** আপনি আপনার মেধা শ্রম ইত্যাদি কার জন্য ব্যয় করছেন তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। দেশ, ধর্ম, নিজ জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য ব্যয় করা উচিৎ।

# ১১

# একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের মান্য নৈতিক বিধান বা করণীয় কর্তব্যসমূহ

1. একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সর্বদা দেশের স্বার্থ অগ্রাধিকার দেবেন।
2. একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারী বা পুরুষের প্রধান কাজ হল শিক্ষা অর্জন করা এবং নিজেকে সমাজের দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তি হিসাবে গড়ে তোলা।
3. সন্তানকে শিক্ষিত হিসাবে গড়ে তোলা প্রত্যেক পিতা-মাতার অন্যতম কর্তব্য।
4. একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অবশ্যই সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের প্রাথমিক সদস্যপদ গ্রহণ করবেন ও সংগঠনে যুক্ত থাকবেন।
5. একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারী বা পুরুষের পোশাক-পরিচ্ছেদ বিষয়ে মার্জিত হবেন। অশোভনীয় বা দৃষ্টিকটু পোশাক নারী বা পুরুষ প্রত্যেকেই পরিহার করবেন।
6. একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নারী বা পুরুষ উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হবেন।
7. একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অন্য একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের বিপদে পাশে দাঁড়াবেন।
8. একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় তার সাধ্যানুসারে নিয়মিত সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজকে আর্থিক সাহায্য করবেন।
9. শাস্ত্রে দারিদ্রকে পাপ বলা হয়েছে। একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নিজ পরিবারের দারিদ্র দূরীকরণে সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন। ধনী বা সচ্ছল পৌণ্ড্র, দরিদ্র বা অসচ্ছল পৌণ্ড্রকে সাহায্য করবেন। সাহায্য অর্থ ছাড়াও পরামর্শের মাধ্যমেও হতে পারে।
10. একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অজুহাত পরিহার করে সত্য ও কর্মকে অগ্রাধিকার দেবেন।

11. একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগ্রামী চরিত্রের হবেন। **কাপুরুষতা ক্ষত্রিয়ের গুণ নয়**- এটা মাথায় রাখতে হবে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা যোদ্ধা জাতি এটাও স্মরণে রাখতে হবে।
12. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সম্মান প্রাপক ব্যক্তিকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।
13. একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় চুরি, দুর্নীতি, মিথ্যাভাষণ ইত্যাদি থেকে দূরে থাকবেন এবং চুরি, দুর্নীতিকে ঘৃণা করবেন ও পাপ বলে মনে করবেন।
14. একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অসৎ সঙ্গ ও যেকোনোও ধরণের নেশা পরিত্যাগ করবেন।
15. অবৈধ সম্পর্ক পাপজনক ও নিন্দনীয়।
16. একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আর্থিক, যৌন ও ক্ষমতা বিষয়ে সততার পরিচয় রাখবেন এবং গুরুজন ও বয়স্কদের সেবা ও শ্রদ্ধার মাধ্যমে ভদ্রতার অনুশীলন করবেন।
17. একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অসৎ ও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাকবেন।
18. একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় তার সন্তানকে ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয় বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করবেন। মনে রাখতে হবে উত্তরাধিকারীকে উপযুক্তভাবে তৈরি করার দায়িত্ব তার পিতা-মাতা বা অভিভাবকের।
19. **পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় হিসাবে গর্ববোধ করুন। কারণ আমরা প্রাচীন ঋষির ও রাজার বংশধর।**
20. সনাতন হিন্দু হিসাবেও গর্ববোধ করুন। কারণ আমরা সবাই সনাতন পরিবার ভুক্ত। নিজ সম্প্রদায় ও সনাতন হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে হবে।
21. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় চাকুরীজীবী ও পেশাজীবীরা নিজ নিজ পেশা অনুযায়ী পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের সেবা করবেন এবং পথ দেখাবেন। শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, উকিল, প্রশাসক ইত্যাদি অগ্রগণ্য পেশার পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়রা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। নিজ

পেশাগত দক্ষতা দ্বারা তারা পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের কল্যাণসাধন করবেন। সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীকে তারাই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ত্যাগ স্বীকার করবেন এবং নজির স্থাপন করবেন। সাধারণ পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়রা যেন তাদের নিকট থেকে বন্ধুর মত ব্যবহার পান।

**22.** সাধারণ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা, চাকুরীজীবী ও পেশাজীবী শ্রেণীকে সম্মানের চোখে দেখবেন। কারণ তারাই সমাজের শিক্ষিত ও পরীক্ষিত অগ্রগণ্য শ্রেণী। চাকুরীজীবী ও পেশাজীবী শ্রেণীই সমাজ ও দেশকে পরিচালিত করে থাকে এবং দেশের উন্নয়নে তাদের ভূমিকা সর্বাধিক।

**23.** সাধারণ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা রাজনৈতিক নেতা বা অন্যদের প্ররোচনায় পা দিয়ে চাকুরীজীবী ও পেশাজীবী শ্রেণীর বিরোধিতা করবেন না বা বিরূপ মন্তব্য করবেন না। শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, উকিল, প্রশাসক ইত্যাদি অগ্রগণ্য পেশার ব্যক্তিরা সমাজের ছাঁদস্বরূপ। ছাঁদ না থাকলে যেমন গৃহ বসবাসের যোগ্য থাকে না তেমনি বিভিন্ন অগ্রগণ্য পেশার ব্যক্তিরা ভালো না থাকলে সমাজ বসবাসের যোগ্য থাকবে না। সংস্কৃতির অবনতি অবধারিত। তাই সবসময় এই শ্রেণীকে উপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, সম্মান ও মর্যাদা দিলে সম্মান ও মর্যাদা পাওয়া যায়।

**24.** পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ আয়োজিত অনুষ্ঠানে একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যোগদান করতে হবে। এখানে পৌণ্ড্র স্বাভিমানের প্রশ্ন জড়িত। তাই কোনও অজুহাত ব্যতিরেকেই আন্তরিকতার সাথে যোগদান করতে হবে।

**25.** পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের কোনও সংগঠক কোনও পৌণ্ড্র গ্রামে উপস্থিত হলে তার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং তার সেবার ব্যবস্থা করতে হবে। মনে রাখতে হবে উপস্থিত ব্যক্তি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন এবং তিনি একজন ত্যাগী মানুষ।

**26.** পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ আয়োজিত অনুষ্ঠানে একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় তার পেশা অনুযায়ী সাধ্যমত দান ও ত্যাগ স্বীকার করবেন। যেমন- যিনি গাড়ী চালক

তিনি গাড়ী দিয়ে সাহায্য করবেন, যিনি দোকানদার তিনি তেল, ডাল, চিনি, মসলা ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করবেন, যিনি কৃষক তিনি চাল, সবজি ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করবেন, যিনি মৎস্যজীবী তিনি মাছ দিয়ে সাহায্য করবেন, যার প্যান্ডেলের ব্যবসা তিনি প্যান্ডেল ও রন্ধন সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করবেন, যিনি রন্ধন কাজে পারদর্শী তিনি রন্ধনের দায়িত্ব নিয়ে সাহায্য করবেন। পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজ আয়োজিত অনুষ্ঠান যেন সকলের চেষ্টায় সর্বাঙ্গ সুন্দর হয় সেদিকে সকলকে নজর রাখতে হবে।

**27.** পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ আয়োজিত অনুষ্ঠানকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সার্বজনীন অনুষ্ঠান মনে করতে হবে এবং যে কোনও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদানের অধিকার থাকবে। তবে যোগদানের পূর্বে অবশ্যই আয়োজকদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সহযোগিতা করা কর্তব্য।

**28.** পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের নিজস্ব কিছু দাবী আছে সরকারের কাছে। যেমন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনীষীদের নামে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সুন্দরবনে বায়ো প্রযুক্তির বিকাশ, নদী বাঁধের আধুনিকিকরণ ইত্যাদি। এগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং সময় ও সুযোগ মত সেগুলি উপস্থাপন করতে হবে।

**29.** প্রত্যেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে নিজ নিজ এলাকার সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে এবং উচ্চতর পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠনকে জানাতে হবে। সমস্যার সমাধান বিষয়েও পরামর্শ দেওয়া কর্তব্য।

**30.** প্রত্যেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের বিভিন্ন দাবী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে এবং সময় ও সুযোগ মতো সেগুলি পেশ ও প্রচার করতে হবে।

**31.** শুধু পৌণ্ড্র লেখা কাম্য নয়, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় লিখতে হবে। সমস্ত লেখায় বা নথিতে যাতে পৌণ্ড্রের বদলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় থাকে সে বিষয়ে সকলকে সচেষ্ট ও সতর্ক থাকতে হবে।

*****

# ১২

# পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় - দায়িত্ব ও কর্তব্যবিধি

**পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রত্যেককে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের জন্য কাজ করতে হবে। কারণ এটাই একজন পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতাতে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করেছেন এবং বলেছেন, অর্জুন যেহেতু ক্ষত্রিয় কুলের তাই তাঁর যুদ্ধ করাই কর্তব্য। কর্তব্য সম্পন্ন হলেই তবে কর্মসন্ন্যাস। তাই আমরা পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় কুলের বিধায় আমাদের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় হিসাবে কর্তব্য আগে পালন করতে হবে।**

## ক। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পিতা-মাতার কর্তব্য ঃ

1. **পিতামাতা সৎ হলে সন্তান সৎ হবে** - এটা প্রত্যেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পিতা মাতাকে সব সময় মনে রাখতে হবে। সন্তানদেরকে সৎভাবে গড়ে তোলা কর্তব্য।
2. সন্তানকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা প্রত্যেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পিতা মাতার অন্যতম প্রধান কর্তব্য। এই কাজে অবহেলা পাপ বলে বিবেচিত হবে।
3. প্রত্যেক সন্তানকে অন্তত স্নাতক পর্যন্ত পড়ানো প্রত্যেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পিতা মাতার একান্ত কর্তব্য।
4. স্নাতক পাঠ সমাপ্তির আগে সন্তানকে স্থায়ী কাজে নিয়োগ করা উচিৎ নয়।
5. **পিতা মাতার কর্তব্য হচ্ছে তাদের সন্তানরা যাতে প্রথম থেকেই তাদের চেয়েও উন্নত জীবন শুরু করতে পারে, সেটা দেখা।**
6. প্রত্যেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পিতা মাতা নিজ দেশ, ধর্ম, সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান হবেন এবং সন্তানকে নিজ দেশ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজ

সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান হতে শিক্ষা দেবেন ও তাদের মধ্যে কর্তব্যবোধ জাগ্রত করবেন।

7. সন্তানকে বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবদ্গীতা, উপনিষদ এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ইতিহাস ইত্যাদি সম্পর্কে পাঠ দেবেন।
8. পরিবারের ও সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে শেখাবেন।
9. সন্তানদের মধ্যে সুস্থ রুচিবোধ গড়ে তুলবেন।
10. সন্তানদের রুচি সম্মত পোশাক পরাবেন এবং তাদের এ বিষয়ে সচেতন করবেন।
11. সময়মত পুত্র বা কন্যার বিবাহ দান পৌণ্ড্র পিতা মাতার একান্ত কর্তব্য।
12. সকল সন্তানকে সমান চোখে দেখা প্রত্যেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পিতা মাতার একান্ত কর্তব্য।
13. সন্তানকে ভোগী নয়, ত্যাগী বানাবেন। ছোটো বেলা থেকেই পরিশ্রম করাতে শেখাবেন।
14. সন্তানের অন্যায্য দাবীকে কখনওই সমর্থন করবেন না।
15. সন্তানকে আত্মনির্ভর হতে সাহায্য করবেন।
16. হিন্দু ধর্ম বিরোধী বিদেশী ধর্ম সম্পর্কে সন্তানকে সচেতন করবেন।
17. সন্তানদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তুলবেন।
18. সন্তানকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠন ও হিন্দু সংগঠন সম্পর্কে সচেতন করবেন এবং তাতে সন্তানকে যুক্ত করবেন।
19. সন্তানদের ইতিবাচক কাজে উৎসাহিত করবেন।
20. কন্যার শ্বশুর বাড়ীতে অযথা নাক না গলানোই উচিৎ।
21. বিবাহের পর কন্যাকে বাপের বাড়ীতে অযথা প্রশ্রয় দেবেন না। বরং তার শ্বশুরবাড়ীর প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে বলবেন।
22. গৃহে **“পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংহিতা” এবং “প্রশ্নোত্তরে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়”** পুস্তক দুটি সযত্নে রাখা প্রত্যেক পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় পিতা মাতার একান্ত কর্তব্য।
23. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠনে সাধ্যমত দান করা কর্তব্য।

24. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠন দ্বারা আয়োজিত সভা, সম্মেলন, মেলা ইত্যাদিতে নিজে যোগ দেবেন ও অন্যদের যোগ দিতে পরামর্শ ও উৎসাহ দেবেন।

## খ। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মাতার কর্তব্য ঃ

1. প্রত্যেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মাতার অন্যতম কর্তব্য হল পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া এবং পরিবারকে সুখী পরিবার হিসাবে গড়ে তোলা।
2. প্রত্যেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মাতার তার কন্যা সন্তানের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া কর্তব্য এবং তাকে লাভ জেহাদের বিপদ সম্পর্কে অবহিত করাও কর্তব্য।
3. সন্তানদের মধ্যে ধর্মবোধ জাগ্রত করবেন এবং ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তুলতে যত্নবান হবেন।
4. কন্যা সন্তানকে সতীত্ব সম্পর্কে সচেতন করবেন এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করবেন।
5. সংসার প্রতি পালনে নারীর ভূমিকা ও কর্তব্য সম্পর্কে কন্যাকে অবহিত করবেন।
6. স্নাতক পাঠ সমাপ্ত হওয়ার আগে কন্যার বিবাহ দেবেন না।
7. সকল সন্তানকে সমান চোখে দেখবেন।
8. পরিবার ও গ্রামের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অগ্রণী সংগঠকের ভূমিকা পালন করবেন।
9. পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সংগঠন দ্বারা আয়োজিত সভা, সম্মেলন, মেলা ইত্যাদিতে নিজে যোগ দেবেন ও অন্যদের যোগ দিতে পরামর্শ ও উৎসাহ দেবেন।

## গ। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পিতার কর্তব্য ঃ

1. প্রত্যেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় পিতা পরিবার ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি দায়িত্বশীল হবেন।
2. আর্থিক দায়িত্ব পালনে যত্নবান হবেন।
3. সন্তানদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলা পিতার অন্যতম কর্তব্য।
4. সন্তানের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করা পিতার অন্যতম কর্তব্য।
5. নিজ দেশ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়ের গৌরবজনক দিক সন্তানদের মধ্যে প্রবিষ্ট করানো পিতার অন্যতম কর্তব্য।
6. সুনাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সন্তানদের সচেতন করবেন।
7. দেশের পক্ষে ক্ষতিকর ব্যক্তি, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সন্তানকে সচেতন করবেন।
8. যথা সময়ে সন্তানদের বিবাহ কর্ম সুসম্পন্ন করা পিতার একান্ত কর্তব্য।
9. পরিবার ও গ্রামের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অগ্রণী সংগঠকের ভূমিকা পালন করবেন।
10. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠন দ্বারা আয়োজিত সভা, সম্মেলন, মেলা ইত্যাদিতে নিজে যোগ দেবেন ও অন্যদের যোগ দিতে পরামর্শ ও উৎসাহ দেবেন।

## ঘ। পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় যুবকের কর্তব্য ঃ

1. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যুবক হবেন শিক্ষিত ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন।
2. স্নাতক পর্যন্ত পাঠ সম্পূর্ণ করা প্রত্যেক পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় যুবকের অন্যতম কর্তব্য।
3. আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালানো একান্ত কর্তব্য।

4. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যুবক হবে মার্জিত রুচি বোধ সম্পন্ন। পোশাক ভদ্রতার নিদর্শন হবে।
5. পিতা মাতা ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া একান্ত কর্তব্য।
6. নিজ দেশ, ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি ও সম্প্রদায় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা ও চর্চা করা কর্তব্য এবং ঐগুলি সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান হতে হবে।
7. যেকোনোও ধরণের অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকা কর্তব্য।
8. অসৎ সঙ্গ ও যে কোনও নেশা পরিত্যাগ করা কর্তব্য।
9. দেশ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের প্রয়োজনে যে কোনও দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রত্যেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যুবকের একান্ত কর্তব্য।
10. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যুবকের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ভ্রাতৃত্ববোধ ও হিন্দু ভ্রাতৃত্ববোধে বিশ্বাস রাখা কর্তব্য।
11. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের বিপদে পাশে থাকা একান্ত কর্তব্য।
12. অন্য ধর্মের আগ্রাসন প্রতিরোধে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করা কর্তব্য।
13. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যুবক অন্য ধর্ম বা সম্প্রদায়ের জ্ঞানী ও গুণবতী কন্যাকে বিবাহে সচেষ্ট হবেন, যাতে পৌণ্ড্রসমাজ উন্নত হতে পারে।
14. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠন দ্বারা আয়োজিত সভা, সম্মেলন, মেলা ইত্যাদিতে নিজে যোগ দেবেন ও অন্যদের যোগ দিতে পরামর্শ ও উৎসাহ দেবেন।

## ঙ। পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় যুবতীর কর্তব্য ঃ

1. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যুবতী হবেন শিক্ষিত ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন।
2. স্নাতক পর্যন্ত পাঠ সম্পূর্ণ করা প্রত্যেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যুবতীর অন্যতম কর্তব্য।
3. প্রত্যেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যুবতী লাভ জেহাদ সম্পর্কে সচেতন হবেন এবং অন্যকে সচেতন করবেন।

4. বিধর্মীরা যুবতীদের অসৎ উদ্দ্যেশে ব্যবহার করে - এ বিষয়ে একজন পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় যুবতী অবশ্যই সজাগ থাকবেন এবং অন্যদের সচেতন করবেন।
5. আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালানো একান্ত কর্তব্য।
6. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যুবতী হবেন মার্জিত রুচি বোধ সম্পন্ন। পোশাক ভদ্রতার নিদর্শন হবে। অশালীন পোশাক বর্জন করা কর্তব্য।
7. পিতা মাতা ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া একান্ত কর্তব্য।
8. নিজ দেশ, ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও সম্প্রদায় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা ও চর্চা করা কর্তব্য এবং ঐগুলি সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান হতে হবে।
9. যেকোনোও ধরণের অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকা কর্তব্য।
10. অসৎ সঙ্গ ও যে কোনও নেশা পরিত্যাগ করা কর্তব্য।
11. দেশ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের প্রয়োজনে যে কোনও দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রত্যেক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যুবতীর একান্ত কর্তব্য।
12. পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় যুবতীর পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ভ্রাতৃত্ববোধ ও হিন্দু ভ্রাতৃত্ববোধে বিশ্বাস রাখা কর্তব্য।
13. অন্য ধর্মের আগ্রাসন প্রতিরোধে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করা কর্তব্য।
14. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যুবতীকে মনে রাখতে হবে তার সম্মানের সাথে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের সম্মান জড়িত। তাই তিনি অসম্মানজনক কোনও কাজ করবেন না। পৌণ্ড্র সমাজে নারীরা দেবীরূপে সম্মানিতা।
15. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যুবতী লোভের বশবর্তী হবেন না এবং অন্য সম্প্রদায় বা বিধর্মীর সাথে বন্ধুত্ব করবেন না।
16. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যুবতীর শুধুমাত্র নিজ সম্প্রদায়ের পাত্রকেই বিবাহ করা কর্তব্য। কারণ নিজ সম্প্রদায় তাকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছে, তাই নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা একান্ত কর্তব্য।

17. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যুবতী বিবাহকে পবিত্র বন্ধন হিসাবে গ্রহণ করবেন এবং এই বন্ধনের দ্বারা দুটি পরিবারের মধ্যে সেতু বন্ধনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবেন।
18. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যুবতী নিজ সংসারকে সুখী সংসারে পরিণত করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন।
19. অন্য ধর্মের কাউকে বিয়ে করা মানে ভারতে বিদেশী ধর্মের ও সংস্কৃতির প্রাধান্য বিস্তারে সহায়তা করা। এটা একধরণের দেশ বিরোধী কাজ। তাই একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যুবতী এধরণের কাজ থেকে বিরত থাকবেন, এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন থাকবেন এবং অপরকে সচেতন করবেন।
20. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠন দ্বারা আয়োজিত সভা, সম্মেলন, মেলা ইত্যাদিতে নিজে যোগ দেবেন ও অন্যদের যোগ দিতে পরামর্শ ও উৎসাহ দেবেন।

## চ। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যবসায়ীর কর্তব্য ঃ

1. একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যবসায়ী অবশ্যই সততার সাথে ব্যবসা করবেন।
2. একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যবসায়ী অপর একজন পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় ব্যবসায়ীর পাশে থাকবেন ও সহযোগিতা করবেন।
3. নিষিদ্ধ কোনও দ্রব্য দোকান বা প্রতিষ্ঠানে রাখবেন না। যেমন-কামধেনু হলুদ মুদি দোকানে বিক্রয় অন্যায়।
4. একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যবসায়ী খাবারে কোনও রূপ কৃত্রিম রঙ ব্যবহার করবেন না বা ভেজাল দ্রব্য বিক্রয় করবেন না।
5. মুনাফা লাভের জন্য অসদুপায় অবলম্বন পাপ বলে বিবেচিত হবে এবং তিনি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের দ্বারা নিন্দিত হবেন।
6. ক্রয়-বিক্রয়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

7. একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যবসায়ীকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, তার অধিকাংশ ক্রেতা তার সম্প্রদায়ের, তাই কোনও অসদুপায় গ্রহণ করলে তার নিজ সম্প্রদায়ের লোকজনই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, যা পাপজনক। একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যবসায়ী তাই সততার সাথে ব্যবসা করবেন এবং সকলের বিশ্বাস অর্জন করবেন।
8. একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যবসায়ী অবশ্যই সমাজের দুঃস্থদের সাহায্য করবেন এবং বৈদিক সাম্যবাদে বিশ্বাস রাখবেন।
9. একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যবসায়ীর অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী দানের মাধ্যমে সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠনকে যথাসাধ্য সাহায্য করা কর্তব্য।
10. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠন দ্বারা আয়োজিত সভা, সম্মেলন, মেলা ইত্যাদিতে নিজে যোগ দেবেন ও অন্যদের যোগ দিতে পরামর্শ ও উৎসাহ দেবেন।

## ছ। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় চাকুরীজীবীর কর্তব্য ঃ

1. একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় চাকুরীজীবী অবশ্যই দক্ষ ও দায়িত্বশীল কর্মচারী হবেন।
2. একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় চাকুরীজীবী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবেন এবং এর জন্য নিজেকে উপযুক্তভাবে গড়ে তুলবেন।
3. একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় চাকুরীজীবী “Payback to your society” কথাটি সর্বদা স্মরণে রাখবেন।
4. সাধারণ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ভ্রাতৃত্ববোধ ও হিন্দু ভ্রাতৃত্ববোধ জাগানো পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় চাকুরীজীবীদের অন্যতম কর্তব্য।
5. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ইতিহাস ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনীষীদের সাথে সাধারণ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পরিচয় করার দায়িত্ব পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় চাকুরীজীবীদের। এবিষয়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় চাকুরীজীবীদের দক্ষতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

6. সাধারণ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে দেশপ্রেম জাগানো, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় চাকুরীজীবীদের অন্যতম কর্তব্য।
7. সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠনে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় চাকুরীজীবীদের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করা কর্তব্য। তারাই হবেন সমাজের মুখপাত্র।
8. সাধারণ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের কাছে সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠনের বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের কাছে সংগঠনকে জনপ্রিয় করে তোলার দায়িত্ব পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় চাকুরীজীবীদের।
9. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের ও দেশের পক্ষে ক্ষতিকর ব্যক্তিদের সম্পর্কে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় চাকুরীজীবীদের সচেতন থাকা কর্তব্য এবং সাধারণ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সে সম্পর্কে সচেতন করানো পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় চাকুরীজীবীদের অন্যতম কর্তব্য।
10. সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠন কোনও দায়িত্ব দিলে তা গ্রহণ করতে একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় চাকুরীজীবীর সর্বদা প্রস্তুত থাকা কর্তব্য।
11. সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠনকে আর্থিক, মানসিক তথা সর্ব বিষয়ে সাহায্য করা একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় চাকুরীজীবীর অন্যতম কর্তব্য।
12. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠন দ্বারা আয়োজিত সভা, সম্মেলন, মেলা ইত্যাদিতে নিজে যোগ দেবেন ও অন্যদের যোগ দিতে পরামর্শ ও উৎসাহ দেবেন।

## জ। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কৃষকের কর্তব্য ঃ

1. কৃষক, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ। তাই পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় কৃষকের সমাজের প্রতি দায়িত্ব অনেক বেশী থাকা কর্তব্য।
2. নিজ দেশ, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হবেন ও অন্যদের শ্রদ্ধাশীল হতে সাহায্য করবেন।

3. দেশ, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি বিরোধীদের সম্পর্কে সচেতন থাকা ও অন্যদের সচেতন করা কর্তব্য।
4. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কৃষক সন্তানদের বাল্যকাল থেকেই ধর্মীয় শিক্ষা দেবেন এবং সন্তানদের নিজ দেশ, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল করে তুলবেন।
5. কৃষক হিসাবে একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সর্বদা কৃষিজাত পন্য উৎপাদনে নজর রাখবেন এবং সমাজকে উৎবিত্ত সরবরাহ করবেন।
6. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কৃষক পণ্য উৎপাদনে এমন কোনও কিছু ব্যবহার করবেন না যা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর।
7. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় গুণী মানুষদের পরামর্শ কৃষকদের মেনে চলা কর্তব্য।
8. নেশা জাতীয় দ্রব্যাদি থেকে দূরে থাকা কর্তব্য।
9. দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে অগ্রাধিকার দেয়া একজন পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় কৃষকের কর্তব্য।
10. ভূসম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কৃষক, একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে অগ্রাধিকার দেবেন।
11. কোনও বিধর্মীকে কোনও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের সম্পত্তি বিক্রয় করা উচিৎ নয়। বেশী দাম দিলেও নয়।
12. সম্পত্তিতে নিজের ভোগ দখল ও ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার থাকলেও সম্পত্তি সমাজের, এই ভাবনা মাথায় রাখতে হবে। অতীতে এই ভাবনার অভাবে পৌণ্ড্র সমাজ তথা হিন্দু সমাজ নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এটা স্মরণে রাখতে হবে।
13. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় গ্রামীণ সংগঠনে কৃষকদের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করা কর্তব্য।
14. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কৃষকের পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সংগঠনের জন্য যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করা কর্তব্য।

15. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কৃষক, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠন দ্বারা আয়োজিত সভা, সম্মেলন, মেলা ইত্যাদিতে নিজে যোগ দেবেন ও অন্যদের যোগ দিতে পরামর্শ ও উৎসাহ দেবেন।

## ঝ। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শিক্ষার্থীদের কর্তব্য ঃ

1. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শিক্ষার্থীর প্রধান কর্তব্য হল নিজ পাঠের প্রতি যত্নবান হওয়া। **"ছাত্রানাং অধ্যায়নং তপঃ"** এটা সর্বদা মাথায় রাখা কর্তব্য।
2. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শিক্ষার্থীর ভদ্র, মার্জিত, রুচি বোধ সম্পন্ন এবং শিক্ষক ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া কর্তব্য। তার চরিত্র অন্যদের অনুকরণীয় হবে অর্থাৎ একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শিক্ষার্থীর থেকে অন্যরা মানবিক গুণাবলীসমূহ শিখবে।
3. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য বিশেষ যত্নবান হওয়া কর্তব্য।
4. কোনও একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আত্মনির্ভর হলে, পৌণ্ড্র শিক্ষার্থীদের তার নিকট থেকে আত্মনির্ভরতার পাঠ গ্রহণ করা কর্তব্য।
5. দেশ ও সমাজের সেবা এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হওয়ার চেষ্টা শিক্ষার্থী থাকার সময়েই রপ্ত করা কর্তব্য।
6. একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শিক্ষার্থীর ছোটো বেলা থেকেই নিজ দেশ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সম্প্রদায় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া কর্তব্য।
7. পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় ইতিহাস ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনীষীদের সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও চর্চা করা কর্তব্য।
8. একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শিক্ষার্থীর পৌণ্ড্র ভ্রাতৃত্ববোধ ও হিন্দু ভ্রাতৃত্ববোধে বিশ্বাস রাখা কর্তব্য।
9. কোনও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বা হিন্দু বিপদে পড়লে তার পাশে দাঁড়ানো কর্তব্য।
10. দেশ বিরোধী ও ধর্ম বিরোধীদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

11. অসৎ সঙ্গ ও নেশা পরিত্যাগ করা কর্তব্য।
12. দেশ ও সমাজের ক্ষতি হয় এমন কোনও কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।
13. কেউ নিজ দেশ, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি বিরোধী কথা বললে তার প্রতিবাদ ও নিন্দা করতে হবে।
14. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যুবক শিক্ষার্থীরা **'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সেনা'তে** এবং যুবতী শিক্ষার্থীরা **'দেবী বাহিনী'তে** অবশ্যই যোগ দেবেন। যদি তার এলাকায় সংগঠন না থাকে তবে তাদের নিজেদেরই সংগঠন গড়ে তোলা কর্তব্য।
15. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সকল শিক্ষার্থীদের জেহাদ, লাভ জেহাদ, ধর্মান্তরকরণ, মন্দির ধ্বংস ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান রাখা একান্ত কর্তব্য। স্নাতক পাশ হয়ে গেছে অথচ এইসব বিষয়গুলিতে জ্ঞান না থাকা মূর্খতার পরিচায়ক বলে গণ্য করা হবে।
16. সকল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শিক্ষার্থীর দল বেঁধে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সংগঠন দ্বারা আয়োজিত সভা, সম্মেলন, মেলা ইত্যাদিতে যোগ দান করা আবশ্যিক কর্তব্য। এখানে তারা স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্বও গ্রহণ করবেন।
17. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শিক্ষার্থীদের অশালীন পোশাক পরিধান থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।
18. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শিক্ষার্থীদের এমনভাবে গড়ে উঠা কর্তব্য যাতে তারা ভবিষ্যতে পরিবার, গ্রাম, সমাজ, দেশ ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠনের দায়িত্ব নিজের কাঁধে বহন করে চলতে পারে।

## ঞ। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় রাজনীতিকদের কর্তব্য ঃ

1. কোনও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তির নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য রাজনীতিতে যোগদান করা উচিৎ নয়। প্রতিবেশী, দেশ ও সমাজের সেবার জন্য রাজনীতিতে যোগদান করা উচিৎ।
2. কোনও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তি জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হলে তার মনে রাখা কর্তব্য যে তিনি ক্ষমতা পাননি, তিনি সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন।
3. কোনও এলাকার জনপ্রতিনিধি হলেন সেই এলাকার অভিভাবক। অভিভাবক অসৎ হলে জনগণও অসৎ হয়ে পড়ে। তারফলে সমাজের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয় ও পরবর্তী প্রজন্মের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। তাই জনপ্রতিনিধিকে তার কাজে সর্বদা সৎ ও দায়িত্বশীল থাকা কর্তব্য।
4. জনপ্রতিনিধির নিজ স্তর অনুযায়ী পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলা একান্ত কর্তব্য।
5. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জনপ্রতিনিধির নিজ এলাকার সঙ্গে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠনের প্রতিও দায়িত্বশীল থাকা কর্তব্য।
6. সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের কর্মকর্তারা কোনও নির্দেশ দিলে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় জনপ্রতিনিধিকে তা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মান্য ও পালন করতে হবে।
7. কোনও দলের সঙ্গে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের কর্মকর্তাদের বিচারধারার বিরোধ দেখা দিলে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের কর্মকর্তাদের বিচারধারাকে প্রাধান্য দিতে হবে।
8. দেশের কোনও বিচারধারার সঙ্গে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের কর্মকর্তাদের বিচারধারার বিরোধ দেখা দিলে দেশের বিচারধারাকে প্রাধান্য দিতে হবে। দেশ বিরোধী অবস্থান কখনও কাম্য নয়।

9. জনপ্রতিনিধিরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠন দ্বারা আয়োজিত সভা, সম্মেলন, মেলা ইত্যাদিতে আবশ্যিক কর্তব্য হিসাবে যোগদান করবেন এবং সেগুলি সফল করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।
10. জনপ্রতিনিধিদের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠন দ্বারা আয়োজিত সভা, সম্মেলন, মেলা ইত্যাদিতে নিজ এলাকার পৌণ্ড্রদের যোগদানে উৎসাহিত করা কর্তব্য। এ বিষয়ে প্রচার চালানো ও সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা জনপ্রতিনিধির একান্ত কর্তব্য।
11. সমাজের অভিভাবক হিসাবে জনপ্রতিনিধিরা সর্বদা সমাজের মঙ্গল করার কাজে লিপ্ত থাকবেন। কোনও অসৎ কাজে সাথ বা মদত দেবেন না।

## ট। যানবাহন চালকদের কর্তব্য ঃ

1. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যানবাহন চালক সৎ ও বিশ্বাসযোগ্য হবেন।
2. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যানবাহন চালক কোনও যাত্রীর নিকট থেকে ভুল করেও বাড়তি পয়সা নেবেন না।
3. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যানবাহন চালক নিজের লাভের থেকে যাত্রীদের সময়ের মূল্য দেবেন।
4. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যানবাহন চালক, অপরিচিত কোনও ব্যক্তি গাড়ীতে উঠলে তাকে এলাকা সম্পর্কে পরিচিত করাবেন। এই সময় ইতিবাচক আলাপ-আলোচনা হবে। কোনও নেতিবাচক আলোচনা কাম্য নয়।
5. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যানবাহন চালক, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠন দ্বারা আয়োজিত সভা, সম্মেলন, মেলা ইত্যাদিতে আবশ্যিক কর্তব্য হিসাবে যোগদান করবেন এবং সেগুলি সফল করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

6. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠন দ্বারা আয়োজিত সভা, সম্মেলন, মেলা ইত্যাদি সম্পর্কে নিজ এলাকার পৌণ্ড্রদের ও গাড়ীর যাত্রীদের মধ্যে যোগদানে উৎসাহিত করা ও প্রচার চালানো একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যানবাহন চালকের অন্যতম কর্তব্য।
7. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠন দ্বারা আয়োজিত সভা, সম্মেলন, মেলা ইত্যাদিতে একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যানবাহন চালক তার যানবাহন দিয়ে সহযোগিতা করবেন। সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের কর্মকর্তাদের যাতায়াতের দায়িত্ব তাদের গ্রহণ করা কর্তব্য।
8. কেউ বিপদে পড়লে তার পাশে দাঁড়ানো একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যানবাহন চালকের অন্যতম কর্তব্য।
9. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠনকে সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করা কর্তব্য।
10. সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠন পরিচালিত প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা শিবিরে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যোগদান কর্তব্য।

# ঠ। মৎস্যজীবীদের কর্তব্যঃ

1. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মৎস্যজীবী সৎ ও বিশ্বাসযোগ্য হবেন।
2. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মৎস্যজীবী ব্যবসায়ে অসৎ উপায় অবলম্বন করবেন না।
3. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মৎস্যজীবী পুকুর বা ভেড়িতে রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ থেকে বিরত থাকবেন।
4. যা গ্রহণ করলে মানুষের ক্ষতি হয়, এমন সামগ্রী মৎস্যক্ষেত্রে প্রয়োগ না করা কর্তব্য।
5. অনেক সাধারণ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় গ্রামের সাধারণ খালে বা বিলে মৎস্য শিকার করার জন্য নেট জাল ব্যবহার করেন যা প্রত্যক্ষভাবে মাছের বংশবৃদ্ধির ক্ষতি করে এবং পরোক্ষভাবে সমাজের ক্ষতি করে। এটা থেকে সকলকে বিরত থাকা কর্তব্য।

6. সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠন পরিচালিত প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা শিবিরে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যোগদান কর্তব্য।
7. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠন দ্বারা আয়োজিত সভা, সম্মেলন, মেলা ইত্যাদিতে মৎস্যজীবীরা আবশ্যিক কর্তব্য হিসাবে যোগদান করবেন এবং সেগুলি সফল করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।
8. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠন দ্বারা আয়োজিত সভা, সম্মেলন, মেলা ইত্যাদিতে একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মৎস্যজীবী মাছ দিয়ে সহযোগিতা করবেন।
9. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠনকে সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করা কর্তব্য।

**পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি ও একঘেয়েমি বিষয়ের কারণে আর অন্যান্যদের সম্পর্কে আলোচনা করা হল না। যাদের সম্পর্কে আলোচনা হল না তারা উপরোক্ত সবার দায়িত্ব ও কর্তব্যবিধি বিষয়ে পাঠ করুন এবং নিজ নিজ কর্তব্যবোধ স্থির করুন।**

*****

# ১৩

# সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ

## সাংগঠনিক কাঠামো ও জ্ঞাতব্য বিষয়

1. **কেন্দ্রীয় কমিটি ঃ** প্রাথমিক উদ্যোক্তারাই প্রথমে এই কমিটির সদস্য হবেন। তারাই গ্রাম কমিটি ও অন্যান্য উপ সমিতি গঠনের জন্য সদস্য সংগ্রহ করবেন। সদস্য প্রাপ্তির সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তারা নতুন কমিটি অর্থাৎ রাজ্য কমিটি, জেলা কমিটি, ব্লক কমিটি, উপ সমিতি ইত্যাদি নির্মাণ করবেন। যতদিন না পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্য রাজ্যে শাখা বিস্তার হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য কমিটি থাকবে না। কেন্দ্রীয় কমিটি থাকবে। অর্থাৎ দুটি রাজ্যে একসাথে রাজ্য কমিটি গঠন করতে হবে।
2. **রাজ্য কমিটি ঃ** প্রতিটি জেলার অন্তত একজন প্রতিনিধি নিয়ে এই কমিটি গঠিত হবে। কাজ হবে - সংগঠনের প্রচার ও প্রসার এবং কেন্দ্রীয় কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত রাজ্যের প্রতিটি জেলায় কার্যকর করা ও প্রচার করা।
3. **জেলা কমিটি ঃ** প্রতিটি বিধান সভার অন্তত একজন প্রতিনিধি নিয়ে এই কমিটি গঠিত হবে। কাজ হবে - সংগঠনের প্রচার ও প্রসার এবং কেন্দ্রীয় কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত জেলার প্রতিটি বিধান সভায় কার্যকর করা ও প্রচার করা।
4. **বিধানসভা কমিটিঃ** গ্রাম কমিটির সভাপতিদের থেকে এই কমিটির সদস্যরা মনোনীত হবেন। কাজ হবে - সংগঠনের প্রচার ও প্রসার

এবং কেন্দ্রীয় কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত বিধান সভার প্রতিটি গ্রামে কার্যকর করা ও প্রচার করা।

5. **গ্রাম কমিটি ঃ** গ্রামের যে কোনও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তি সংগঠন তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবেন। প্রথমে যিনি গ্রামে কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেবেন তিনি গ্রাম কমিটির সভাপতি হবেন। তিনি গ্রামে সংগঠনের জন্য সদস্য সংগ্রহ করবেন। তিনি একজনকে অর্থের দায়িত্ব দেবেন, একজনকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সেনার দায়িত্ব দেবেন, একজন মহিলাকে দেবী বাহিনীর দায়িত্ব দেবেন এবং একজনকে সভা আয়োজক নিয়োগ করবেন ও দুজনকে সাধারণ সদস্য নিয়োগ করবেন। মোট সাতজন হলে তিনি সংগঠন শুরুর জন্য ব্লক কমিটি ও সমন্বয়কারীর কাছে সংগঠনের স্বীকৃতির জন্য আবেদন করতে পারবেন। একটি প্রতিনিধি দল সেখানে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করে স্বীকৃতি প্রদান করবেন। প্রতিনিধি দল যেদিন যাবে সেদিন গ্রামে সভার আয়োজন করতে হবে। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা, গ্রামের সদস্যদের কীভাবে কাজ করতে হবে তার জন্য প্রশিক্ষণ দেবেন।

6. একাধিক **উপ সমিতি** গঠন করে একাধিক বিষয়ের দায়িত্ব অর্পণ -

   I. **মিডিয়া উপ সমিতি** - এই উপ সমিতির সদস্যরা নিউজ মিডিয়াতে গিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করবেন। তারা প্রিন্ট মিডিয়াতে নজর রাখবেন এবং তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং প্রতি বছর পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের উন্নয়ন, এই সমাজের উপর অত্যাচার, অবিচার ইত্যাদি বিষয়ক শ্বেতপত্র প্রকাশ করবেন। ফেসবুক ও হোয়াটসআপে প্রচার চালাবেন ও জনমত তৈরি করবেন।

   II. **সেমিনার বা আলোচনা সভা উপ সমিতি** - পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ বিষয়ক আলোচনার আয়োজন করবেন এবং তৎসংক্রান্ত তথ্য

পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করবেন। বিভিন্ন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সংগঠনকে এক ছাতার তলায় আনার জন্য সংগঠন প্রধানদের বিতর্কে আহ্বান করবেন এবং সেমিনারের মাধ্যমে তাদের সংশয় দূর করার চেষ্টা করবেন।

III. **সাংগঠনিক ও পর্যবেক্ষণ উপ সমিতি** - সাংগঠনিক সংযোগ বিষয়ে কাজ করবেন। এই উপ সমিতির সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে গিয়ে সংগঠন বৃদ্ধির ব্যাপারে তদারকি করবেন এবং সদস্যদের ডেটা ব্যাঙ্ক তৈরি করবেন। প্রতিটি এলাকার প্রতিনিধির মধ্যে সংযোগ গড়ে তুলবেন। কোনও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আক্রান্ত হলে বা অবিচারের স্বীকার হলে তার পাশে দাঁড়ানো, প্রতিনিধি পাঠানো, প্রতিবাদ আন্দোলন, স্মারক লিপি প্রদান এই উপ সমিতির নেতৃত্বে হবে। রাজনৈতিক সংযোগ এই উপ সমিতির মাধ্যমে হবে। জেলা কমিটি, গ্রাম কমিটি গঠন ও সমন্বয়কারী নিয়োগ এই উপ সমিতির অন্যতম কাজ হবে।

IV. **যুব উপ সমিতি** - এই উপ সমিতি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংগঠনের সাথে সামিল করবেন এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করবেন ও চাকুরী লাভের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করবেন। দেশের প্রতি দায়বদ্ধ নাগরিক তৈরি এই উপ সমিতির দায়িত্ব। যুবদের নিয়ে **'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সেনা'** গঠন ও পরিচালনা এই কমিটির দায়িত্ব।

V. **মহিলা উপ সমিতি** - মহিলাদের নিয়ে কাজ করবেন এবং মহিলা নেতৃত্ব গড়ে তুলবেন। মহিলা সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত এনারা নেবেন ও পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। মহিলাদের নিয়ে **'দেবী বাহিনী'** গঠন ও পরিচালনা এই বাহিনীর দায়িত্ব। লাভ জেহাদ সম্পর্কে বালিকাদের ও যুবতীদের সচেতন করা এই **উপ সমিতির** দায়িত্ব।

মহিলাদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ ও সমাজ সচেতন করা এই উপ সমিতির দায়িত্বে থাকবে।

VI. **গবেষণা উপ সমিতি** - বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন সময়ে যে বই এবং রিপোর্ট প্রকাশ করে সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং আমাদের সমাজ ও সম্প্রদায় নিয়ে গবেষণা করবেন ও প্রকাশ করবেন। বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকবেন ও বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কার সম্পর্কে দিশা দেখাবেন। এনাদের তথ্যই মিডিয়া **উপ সমিতি** প্রচারে তুলে ধরবেন। বিভিন্ন **উপ সমিতি**কে এনারা প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবেন। এই উপ সমিতি **"পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় রত্ন"** উপাধি প্রদানের জন্য পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের মধ্যে থেকে ব্যক্তির নাম সুপারিশ করবেন।

VII. **প্রকাশনা উপ সমিতি** - সংগঠনের যাবতীয় প্রকাশনার দায়িত্ব এই **উপ সমিতির** তত্ত্বাবধানে হবে। সংগঠনের পত্রিকা **'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণ'** ও রিপোর্ট এনারা প্রকাশ করবেন।

VIII. **মেলা ও বার্ষিক সম্মেলন উপ সমিতি** - পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের প্রতিভূ **মহর্ষি কপিল মুনির** নামে **'কপিল মেলা'র** আয়োজন এই কমিটির দায়িত্বে থাকবে এবং ঐ মেলা প্রাঙ্গণে সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের বার্ষিক সম্মেলন হবে এবং তার আয়োজনও এই কমিটি করবে।

IX. **অর্থ উপ সমিতি** - এই উপ সমিতি **"পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ধন ভাণ্ডার"**-এর জন্য অর্থ সংগ্রহ করবেন। যার দ্বারা সংগঠনের বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। গ্রাম, বিধানসভা, জেলা ও কেন্দ্রীয় স্তরে অর্থ সংগ্রহ হবে। সমস্ত বিল এই উপসমিতি প্রদান করবে এবং বিলের কার্বন কপি ও অর্থ সংগ্রহ করবে।

x. **সাংস্কৃতিক উপ-সমিতি** - সাংস্কৃতিক উপ-সমিতি সমস্ত সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ পরিচালনা করবে।

- **সংগঠনের পতাকা** - গৈরিক ত্রিকোণ পতাকা। পতাকার মধ্যে পূর্ণ সূর্য প্রতীক থাকবে। সূর্যের রং হবে স্বর্ণাভ।
- **মেলার পতাকা** - গৈরিক ত্রিকোণ পতাকা। পতাকার মধ্যে মহাঋষি কপিল মুনির ছবি থাকবে।
- **সংগঠনের ধ্বনি -**১) হরে কৃষ্ণ হরে রাম। জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম।।

  ২) জয় মহাঋষি কপিল, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।

  ৩) পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ঐক্য অমর রহে।

  ৪) পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ভাই ভাই, হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই।

  ৫) পৌণ্ড্র মনীষী অমর রহে

  (উদাঃ রাইচরণ সরদার অমর রহে।)

  ৬) পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ঐক্য কি জয়।

  ৭) হিন্দু ঐক্য কি জয় ।

  ৮) ভারত মাতা কি জয়।

  ৯) বন্দেমাতরম

  ১০) পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ সংগঠন কি জয়।

  ১১) জয় ভারত, জয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ।

- **সংগঠনের প্রতীক বা লোগো** - গৈরিক বৃত্তের মাঝে কপিল মুনির ছবি। ইংলিশ হরফে SBPKS লেখা থাকবে, সঙ্গে প্রতিষ্ঠা সন ২০২০ লেখা থাকবে।

- **সংগঠনের অনুষ্ঠান সমাপ্তি মন্ত্র বা কল্যাণ মন্ত্র - সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়ঃ। সর্বে ভদ্রানী পশ্যন্তু, মা-কসচিদ দুঃখভাগ ভবেৎ। ওম শান্তি ! ওম শান্তি ! ওম শান্তি !**

*********

# ১৪

# সংগঠন সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়

**রাজনৈতিক মুখ** - কেন্দ্রীয়, রাজ্য, ব্লক কমিটি ও সাব কমিটির বাছাই করা সদস্যদের এক একটি বিধান সভার দায়িত্ব দিতে হবে ও সহযোগিতা করতে হবে যাতে ঐ সদস্য ঐ বিধান সভার মুখ হয়ে উঠতে পারেন। ঐ সদস্য ঐ বিধান সভার যাবতীয় কাজের তদারকি করবেন। তিনি **COORDINATOR বা সমন্বয়কারী** হিসাবে পরিচিত হবেন। গ্রামে সংগঠন বিস্তার তার মূল দায়িত্ব হবে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের কেউ যে কোনও স্তরে রাজনৈতিক জনপ্রতিনিধিত্বের সুযোগ পেলেও তার মর্যাদা রাজ্য কমিটির সদস্যদের সমান হবে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের মর্যাদার নিম্নে থাকবে। রাজনীতিতে ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে জো-হুজুর মার্কা মানসিকতা পরিত্যাগ করতে হবে এবং আদর্শ বজায় রাখতে হবে।

## সংগঠন সম্পর্কিত কিছু সাধারণ বিষয় সবাইকে মাথায় রাখতে হবে

a. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠনের জন্য ভালো কর্ম ভগবানের জন্য কর্ম বা ভগবানের ইচ্ছানুসারে কর্ম হিসাবে ধরতে হবে।

b. সমস্ত সংগঠনকে এক ছাতার তলায় আনতে হবে, চেষ্টা করে যেতে হবে। যদি সম্ভব না হয় এই সংগঠন কে শ্রেষ্ঠ সংগঠন বানাতে হবে।

c. সংগঠন বৃদ্ধির জন্য আদর্শের সঙ্গে আপোষ না করাই যুক্তিযুক্ত।

d. দেশ ও সংগঠনের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হলে দেশকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

e. যোগ্য রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে হবে এবং নতুন প্রজন্ম কে সুযোগ করে দিতে হবে।

f. আত্মমর্যাদা আন্দোলন সম্পর্কে সকল সদস্যকে অবহিত করতে হবে।

g. **'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আমার আপনজন'** - এই মনোভাব সর্বদা মনে রাখতে হবে।

h. যে পদে থাকুন না কেন, কেউ যেন আপনার পরামর্শ, সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত না হয়।

i. প্রতি স্তরের সংগঠন ও সাব কমিটিকে বছরে অন্তত একটি কার্যক্রমের আয়োজন করতেই হবে।

j. হিন্দু অন্য সম্প্রদায়ের সংগঠনের সাথে ভাতৃভাব বজায় রাখতে হবে।

k. সেবার মনোভাব নিয়ে সংগঠনে যুক্ত হতে হবে ও সংগঠনিক পদের দায়িত্ব নিতে হবে।

l. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠনের জন্য কিছু করা ভাগ্যের ব্যপার, 'Payback to your society' মাথায় রাখতে হবে।

m. কোনও বিষয়ে মত বিরোধ দেখা দিলে আলোচনার মাধ্যমে তার সমাধান করতে হবে।

n. ব্যক্তিগত অহং ত্যাগ করতে হবে এবং সংগঠনকে ব্যক্তি স্বার্থে ব্যবহার করা যাবে না।

o. আপনি যে দলের বা যে সংগঠনেরই নেতা হোন না কেন আপনাকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের সংগঠনে একজন পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় হিসাবেই যোগদান করতে হবে।

p. সংগঠনে সমস্ত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ব্যক্তিই স্বাগত। কিন্তু কেউ যেন অন্য সংগঠনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার মতাদর্শ এই সংগঠনে চাপানোর চেষ্টা না করেন।

q. সংগঠনে লিঙ্গ বৈষম্য চলবে না এবং যোগ্যতাকে মর্যাদা দিতে হবে।

r. সাংগঠনিক কাজ কর্মের দক্ষতা ও সফলতার ভিত্তিতে উচ্চ পদ লাভের সুযোগ ঘটবে।

s. পুরাতন সাংগঠনিক কার্যকরতারা নতুনদের তৈরি করবেন এবং উপযুক্ত মনে করলে উপযুক্ত পদের দায়িত্ব অর্পণ করবেন এবং নিজেরা তাদের উপদেষ্টা হিসাবে সহযোগিতা করবেন।

t. উচ্চ স্তরের সংগঠনের আয়োজিত সভায় যোগদানকে নিজের কর্তব্য মনে করতে হবে এবং তাদের নির্দেশ পালন করাকেও কর্তব্য মনে করতে হবে।

u. কাজ বুঝে নেওয়ার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির থাকবে। কেউ বুঝিয়ে দেয়নি, এটা অজুহাত বলে ধরা হবে।

v. তপশীলীদের নিয়ে যেসব সংগঠন কাজ করছে তাদের সাথে যোগাযোগ রাখা যাবে যদি সেই সংগঠন, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংগঠনের আদর্শের সাথে সংগতি পূর্ণ হয়।

w. সংগঠন ও সংগঠনের আদর্শ বিরোধী কাজ করলে তাকে সংগঠন থেকে বহিস্কার করা যাবে।

**সংগঠনের অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় বিধি** ঃ গ্রাম, ব্লক ও কেন্দ্রীয় সংগঠন স্তরে অর্থ সংগ্রহ করা যাবে। গ্রাম ও ব্লক স্তরের সংগৃহীত অর্থের ষাট (৬০) ভাগ কেন্দ্রীয় কমিটিকে বিলের কার্বন কপি সহ প্রদান করতে হবে। অর্থের ব্যপারে কোনও রূপ অস্বচ্ছতা বরদাস্ত করা যাবে না। অর্থ সংগ্রহে আদর্শের সাথে আপোষ করা যাবে না। গ্রাম স্তরে ও ব্লক স্তরে সংগৃহীত অর্থ সংগঠনের সভা, পাঠচক্র, প্রশিক্ষণ, মেলা ইত্যাদি আয়োজনের জন্য ব্যয় করতে হবে। প্রতিটি কমিটি বাংলা বছরের শুরুতেই একটি বাজেট নির্মাণ করবেন এবং সেই অনুযায়ী ব্যয় করবেন। সভা, পাঠচক্র, প্রশিক্ষণ, মেলা ইত্যাদি কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদনের পর আয়োজন করতে হবে।

## স্মরণে রাখতে হবে......

"পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ দ্বীপময় সমাজে বাস করিতেছে। এই জাতি লক্ষ্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। সুতীব্র লক্ষ্যে উপনীত হইতে হইবে। অন্যান্য প্রতিবেশী সমাজের সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে এবং নিজেদের মধ্যে পরশ্রীকাতরতা ভুলিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। সমাজে শিক্ষিত এবং সচ্চরিত্র যুবক সৃষ্টি করিতে হইবে। চিন্তাশীল বলিষ্ঠ যুবক সৃষ্টি করিতে হইবে।

কিন্তু সৃষ্টি করিতে হইবে বলিলেই সৃষ্টি হয় না। তাহা সাধনা-সাপেক্ষ। সেই সাধনাই আজ প্রতি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে করিতে হইবে। মানুষের ইতিহাসে দাগ রাখিয়া যাইতে পারে এরূপ মানুষ সৃষ্টি করিতে হইবে। এর জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রয়োজন। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। স্থির নেতৃত্বের প্রয়োজন।"

**-পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় বান্ধব, সম্পাদকীয়, ১ম বর্ষ,**
**অষ্টম সংখ্যা/অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮।**

*****

# ১৫

# পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সেনা

- ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়স্ক যে কোনও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় যুবক ১০০ টাকার বিনিময়ে সংগঠনের সদস্য হতে পারবেন।
- ১৪ থেকে ১৭ বছরের যুবকরা নুন্যতম ২ বছর পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সেনার সংগঠনে যুক্ত থাকলে তারা অগ্রাধিকার পাবেন। এই সময়কালে তাকে কোনও অর্থ দিতে হবে না।
- যুব প্রশিক্ষণে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সেনাদের উপস্থিত থাকতে হবে।
- যুবদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি, দেশপ্রেম ও সেবা, আপৎকালীন ও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে করণীয়, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় ইতিহাস ও মনীষী ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
- প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা সংগঠনের পোশাক পাবেন।
- সংগঠনের নির্দেশে কোনও কাজে অংশ নিলে সেখানে সংগঠনের পোশাক পরা বাধ্যতামূলক।
- সংগঠন থেকে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি শুধুমাত্র সংগঠনের কাজে ব্যবহার করতে হবে এবং তা সংরক্ষণে যত্নবান থাকতে হবে।
- সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন স্তরের সংগঠনের নির্দেশ অনুসারে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সেনার সদস্যরা কাজ করবেন।
- প্রত্যেক সদস্যকে সংগঠনের আদর্শ মানতে হবে এবং ব্যক্তি জীবনেও আদর্শবান হতে হবে।
- সংগঠনের আদর্শচ্যুত সদস্যকে বহিস্কার করা হবে এবং পুনারায় সে সংগঠনে যোগদান করতে পারবে না।
- পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সেনাদের কাজকর্মের ভিত্তিতে তাদের অন্যান্য মূল সংগঠনে নিয়োগ করা হবে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সেনা সংগঠন হবে আদর্শ কার্যকর্তা নির্মাণের ভিত্তিস্বরূপ।

# ১৬

# সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের দাবীসমূহ

1. সকল সরকারী নথিতে ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জাতি শংসাপত্রে পৌণ্ড্র শব্দের সঙ্গে **'ক্ষত্রিয়'** যোগ করে **'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়'** করতে হবে।
2. মকর সংক্রান্তির দিন জাতীয় ছুটি ঘোষণা করতে হবে।
3. সুন্দরবনে মহাত্মা কপিল মুনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
4. পূর্ব মেদিনিপুরে ঐতিহাসিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয়ের নামে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
5. **"পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় উন্নয়ন পরিষদ"** গঠন করতে হবে এবং তাতে শুধুমাত্র পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় গুণীজনরাই থাকবেন।
6. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রীসভায় অন্তত একজন পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়কে পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে রাখতে হবে।
7. দক্ষিণ রায়, বেণী মাধব দেব হালদার, শ্রীমন্ত নস্কর বিদ্যাভূষণ, মহাত্মা রাইচরণ সরদার, ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ, ঈশানচন্দ্র কামার, পণ্ডিত বিপিনবিহারী মণি কাব্যসাগর, স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বদেশী গৌরহরি বিশ্বাস, জনসেবক অনুকূলচন্দ্র দাস নস্কর, স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখের নামে মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
8. হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে **"পতিরাম রায় মহাবিদ্যালয়"** করতে হবে।
9. শহীদ গঙ্গাহরি দাসের নামে সাগরদ্বীপে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

10. ইতিহাস পথিক নরোত্তম হালদার মহাশয়ের নামে একটি ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
11. স্বাধীনতা সংগ্রামী ও পুঁথি বিশেষজ্ঞ অক্ষয়কুমার কয়াল মহাশয়ের নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।
12. সমাজদরদী শক্তিকুমার সরকারের নামে সুন্দরবনে একটি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র ও একটি মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
13. সঙ্গীতসাধক ভীমচন্দ্র সরদারের নামে সঙ্গীত একাডেমী প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
14. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দরদী হেমচন্দ্র নস্করের নামে একটি উপনগরীর নাম রাখতে হবে।
15. সমাজসেবী ডাক্তার রাধানাথ সরকারের নামে একটি নার্সিং কলেজ মুর্শিদাবাদ জেলাতে গড়ে তুলতে হবে।
16. মহাত্মা রাইচরণ সরদারের নামে সুন্দরবনে একটি ট্যুরিজম কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
17. বসন্তকুমার মণ্ডল মহাশয়ের নামে টালিগঞ্জের একটি সরকারী স্টুডিওর নামকরণ করতে হবে।
18. শিক্ষাব্রতী ডাক্তার ভূষণচন্দ্র নস্কর মহাশয়ের নামে একটি ছাত্রাবাসের নাম করণ করতে হবে।
19. স্বাধীনতা সংগ্রামী রাজেন্দ্রনাথ সরকারের নামে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বা একটি দূর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করতে হবে।
20. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিপ্লবী মনীন্দ্রনাথ মণ্ডলের নামে মেদিনীপুরের একটি স্কুলের নামকরণ বা নতুন স্কুল বা কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
21. মথুরাপুর লোকসভার একটি কিষানমান্ডির নাম কংসারী হালদারের নামে রাখতে হবে।
22. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত প্রতিটি ব্লকে একটি করে স্পোকেন ইংলিশ সেন্টার গড়ে তুলতে হবে।
23. প্রতিটি ব্লকের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে অন্তত ১০০ শিক্ষার্থীকে ইংলিশ মিডিয়ামে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করতে হবে।

24. প্রতিটি ব্লকে কিছু প্রাইমারী স্কুলকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে উন্নীত করতে হবে।

25. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় স্মৃতি বিজড়িত পুরাকীর্তি সংরক্ষণ করতে হবে।

26. সুন্দরবন ও মেদিনীপুর জেলার নদীবাঁধগুলি কংক্রিটের দ্বারা স্থায়িত্ব বিধান করতে হবে।

27. সুন্দরবনের নদীগুলির উপর সেতু নির্মাণ করতে হবে এবং স্থানীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় গুণীজনদের নামে নামকরণ করতে হবে।

28. হিঙ্গলগঞ্জ, ন্যাজাট, দৌলতপুর, বিষ্ণুপুর, আমতলা, কৃপারামপুর, বলরামপুর, রায়পুর, রামেস্বরপুর, রামচন্দ্রপুর, চম্পাহাটি, কালিকাপুর বারাসাত, নিমপীঠ ও তুলসীঘাটা, বিদ্যাধরপুর, বাসন্তি, তালদি, দীঘিরপাড়, মাখালতলা, ঢোলা, অযোধ্যানগর, চাঁদপুর, বংশীধরপুর, কৃষ্ণচন্দ্র পুর, মথুরাপুর ইত্যাদি জনগণনা শহরকে পৌরসভায় রূপান্তরিত করতে হবে।

29. সুন্দরবনের জল সমস্যার জন্য পাইলট প্রোজেক্ট গ্রহণ করতে হবে।

30. সুন্দরবনের সঙ্গে কলকাতার ও জেলার অন্য অংশের যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য নতুন রোড পারমিট প্রদান ও বাস সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

31. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত প্রতিটি ব্লকে ফায়ার ব্রিগেড অফিস বানাতে হবে ও টীম রাখতে রাখতে হবে।

32. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত প্রতিটি ব্লকে অন্তত একটি করে কোল্ডস্টোরেজ বানাতে হবে।

33. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত প্রতিটি ব্লকে অন্তত দুটি করে রাইস মিল বানাতে হবে।

34. মৎস্যজীবীদের আধুনিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে, আধুনিক সরঞ্জাম প্রদান করতে হবে এবং উপযুক্ত বিমার ব্যবস্থা করতে হবে।

35. পরিবেশের ক্ষতি না করে পর্যটন শিল্পের বিকাশ সাধন করতে হবে। এই শিল্পে স্থানীয়দের প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়োগ করতে হবে।

36. হেমনগরের কপিল মুনি মেলার পরিকাঠামো উন্নয়নের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।
37. বিনোদন পার্ক নির্মাণ করতে হবে এবং স্থানীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনীষীদের নামে তার নামকরণ করতে হবে।
38. সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় রেল লাইন সম্প্রসারণ করতে হবে এবং প্রতিটি ব্লককে রেল নেটওয়ার্কে জুড়তে হবে।
39. রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় এলাকায় বিশেষ নজর দিতে হবে।
40. সুন্দরবন ও মেদিনীপুরের পরিবেশের মান বজায় রাখার জন্য নদীর তীরগুলিতে বৃক্ষ রোপণ করতে হবে।
41. লাইব্রেরীর সংখ্যা বাড়াতে হবে ও ডিজিটালাইজড করতে হবে।
42. প্রতি ব্লকে একটি হাসপাতাল এবং প্রতি গ্রামে একটি করে হেলথ সেন্টার নির্মাণ করতে হবে।
43. সুন্দরবন ও মেদিনীপুরের নদী তীরস্থ প্রতিটি গ্রামে স্থায়ী শ্মশাণ ঘাট ও শ্মশাণ যাত্রীদের জন্য ওয়েটিং রুম বানাতে হবে।
44. সুন্দরবন ও মেদিনীপুরের প্রতিটি ব্লকে DISASTER MANAGEMENT-এর শাখা গড়ে তুলতে হবে এবং স্থানীয় যুবদের সেখানে যুক্ত করতে হবে।
45. প্রতিটি ব্লকে অন্তত একটি করে চাকরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
46. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মহিলা বিপ্লবী স্বর্ণময়ী মণ্ডল, অষ্টমী ঢালী, মোক্ষদা নস্কর প্রমুখের নামে মহিলা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করতে হবে।
47. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনীষীদের স্মৃতি বিজড়িত স্থানে তাদের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করতে হবে।
48. গ্রাম, পৌরসভার নাম পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনীষীদের নামে রাখতে হবে।

*****

# ১৭

# পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জন্য সম্মান প্রদান

১। **পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় রত্ন** ঃ এটি পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়দের প্রদেয় সর্বোচ্চ সম্মান হবে। পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় ভূষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিরা সমাজের প্রতি তাদের কাজ চালিয়ে গিয়ে দায়বদ্ধতার নজির রাখলে তবেই এই সম্মানের উপযুক্ত বিবেচিত হবেন।

২। **পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ভূষণ** ঃ এটি পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়দের প্রদেয় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মান হবে। পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের জন্য নিবেদিত প্রাণ অসাধারণ গুণী ও ত্যাগী ব্যক্তিকে এই সম্মান দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচন করবেন। বছরে কত জন ব্যক্তিকে এই সম্মান প্রদান করা যেতে পারে তা কেন্দ্রীয় কমিটি ঠিক করবেন।

৩। **পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় গ্রামরত্ন সম্মান** ঃ পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের জন্য নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি কোনও গ্রামে একটানা পাঁচ বছর সংগঠনের দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন করলে তাকে এই সম্মান প্রদান করা হবে।

৪। **পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বীর সেনা সম্মান** ঃ পৌণ্ড্র সেনাদের মধ্যে যারা সাহসী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন তারা এই সম্মানের জন্য বিবেচিত হবেন।

৫। **পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দুর্গা সম্মান ঃ** পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দেবী বাহিনীর মধ্যে যারা সাহসী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন তারা এই সম্মানের জন্য বিবেচিত হবেন।

**৬। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় শিক্ষার্থীদের জন্য পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনীষীদের নামে (রাইচরণ সরদার, বেণীমাধব হালদার, মহেন্দ্রনাথ করণ প্রমুখ) স্থানীয়স্তরে পুরষ্কার প্রদান করা যেতে পারে।**

# সম্মান প্রদান সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়

- **পুরষ্কার হিসাবে সনদপত্র ও পদক দিতে হবে।**
- **কোনও আর্থিক সাহায্য করা যাবে না।**
- **যোগ্য ব্যক্তিই যেন সম্মান পায়।**
- **যোগ্যতা যাচাই যেন নিখুঁত হয়।**
- **উপযুক্ত ব্যক্তি না পেলে সম্মান পুরষ্কার না দেওয়াই ভালো।**
- **পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় রত্ন ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ভূষণ সম্মানপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রতিনিধি অর্থ প্রদান ছাড়াই আজীবন সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে পারবেন ও বিশেষ সম্মান পাবেন।**
- **সম্মান প্রাপক ব্যক্তি সংগঠনের জন্য উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করতে পারবেন।**

*********

# ১৮

# "পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণ"

**"পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণ"** নামে **সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের পক্ষ থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হবে।** এই পত্রিকার জন্য আগ্রহী ব্যক্তিদের নিকট থেকে গবেষণামূলক বাংলায় লেখা প্রবন্ধ আহ্বান করা হল। লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী -

1. **পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিষয়ক গবেষণামূলক লেখা পাঠাতে হবে।**
2. রচনা ইতিবাচক হতে হবে। আক্রমণাত্মক হলে চলবে না।
1. অভ্রতে লেখা Vrinda ফন্টই একমাত্র গ্রাহ্য হবে। ফন্ট সাইজ হবে ১৪।
2. **রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। যে কোনও লেখা পরিবর্তিত বা পরিমার্জিত করার ক্ষমতা সম্পাদকের থাকবে।**
3. লেখা প্রকাশের জন্য কোনও সুপারিশের প্রয়োজন নেই।
4. লেখার সাথে লেখকের **পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা, পেশাগত পরিচিতি, ইমেইল আইডি ও মোবাইল নম্বর** অবশ্যই দিতে হবে।
5. লেখা বছরের যে কোনও সময়ে পাঠানো যাবে।
6. **লেখা পাঠাতে হবে** allindiapoundrakshatriyasamaj@gmail.com Email ID তে।
7. পত্রিকা সম্পর্কে কারুর কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে পত্রিকা সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

# পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় দর্পণের তৃষ্ণার্ত এলাকা

1. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির প্রাচীনত্ব
2. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনিষী কপিল মুনি
3. কপিল মুনির সাংখ্য যোগ
4. কপিল মুনি ও গঙ্গাসাগর মেলা
5. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ঐতিহাসিক চরিত্র
6. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আত্মমর্যাদা আন্দোলন
7. স্বাধীনতা সংগ্রামে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়দের ভূমিকা
8. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় মনীষীদের জীবনী
9. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সামাজিক রীতিনীতি
10. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সাংস্কৃতিক জীবন
11. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের অর্থনৈতিক অবস্থা
12. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ডেমোগ্রাফি
13. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা
14. প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়
15. বর্তমান পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় গুণীজন
16. রাজনীতি ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়
17. গল্প, কবিতা, ইত্যাদি।
18. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় চিন্তা-চেতনা
19. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সমস্যা
20. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
21. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের দ্বারা লিখিত গ্রন্থের পর্যালোচনা
22. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অধ্যুষিত গ্রামের বিবরণ
23. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিষয়ক উপদেশ বা পরামর্শ
24. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের উপর কবিতা, গল্প প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি।

**"জাতীয় পত্রিকা জাতির মান, জাতির সম্ভ্রম, জাতির গৌরব, জাতির বিভব। যেমন জল বিনা মৎস্যের সন্তরণ অসম্ভব — বায়ুমণ্ডল ব্যতীত বিহগের উড্ডয়ন অসম্ভব তেমনি জাতীয় পত্রিকা ব্যতীত জাতির গতিবিধিও অসম্ভব। জাতীয় পত্রিকা মারফত জাতির গমন-পথ নির্ণীত হবে নইলে জাতিকে শতধা বিভক্ত হ'য়ে শত পথের পথিক হ'য়ে ভবঘুরে হ'য়ে বেড়াতে হবে। জাতীয় পত্রকা মারফত জাতির সুখ, দুঃখ, অভাব, অভিযোগ, জনগণের তথ্য সরকারের গোচরীভূত করা হয়ে থাকে।"**

**- শ্রীভূষণচন্দ্র নস্কর লিখিত "জাতীয় পত্রিকার আবশ্যকতা" প্রবন্ধ থেকে।**

*********

# ১৯

# যে উক্তিগুলি পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়দের মনে রাখতে হবে......

1. "নিজেদের সংগ্রাম ও কর্মের দ্বারাই আত্মোন্নয়ন ঘটে, অন্যের দয়ায় তা কখনো হয় না।"
2. "একজন সাহসী পুরুষের পক্ষে আত্মমর্যাদাহীন ও দেশপ্রেমশূণ্য জীবনযাপনের চেয়ে অমর্যাদাকর আর কিছু হতে পারে না।"
3. "দুরাত্মাকে ধ্বংস করাটাও এক ধরনের অহিংসা।"
4. "চরিত্র ও নম্রতাহীন শিক্ষিত মানুষ পশু থেকেও বিপজ্জনক। তার শিক্ষা-দীক্ষা যদি দরিদ্র মানুষের উন্নতির পরিপন্থী হয়, তা হলে সেই শিক্ষিত মানুষটি সমাজের অভিশাপ।"
5. "ব্যাক্তির চেয়ে দেশ অনেক বড়।"
6. "শিক্ষিত হও, সংগ্রাম কর, সংগঠিত হও এবং আত্মবিশ্বাস অর্জন কর।"
7. হিন্দুদের তারা অপছন্দ করেন বলে মুসলমানদের বন্ধু হিসাবে দেখা তফশীলি মানুষদের একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের এই চিন্তাধারা ভুল।
8. "শিক্ষকরাই জাতির চালক এবং সমাজ সংস্কারের দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষাদানের পেশায় উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর কিছু নেই।"

9. **"কিছু না করে ওক বৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকার চেয়ে কোন মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য পূর্ণ যুবা বয়সে মৃত্যু বরণ করা বেশী শ্রেয়।"**

**উপরের সমস্ত উক্তি - ড. বি. আর. আম্বেদকর মহাশয়ের ।**

10. **"পৌণ্ড্র দেশবাসী ছিল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়গণ।**
**তথা হইতে দেশান্তরে করিল গমন।।"**

**- শ্রীমন্ত নস্কর। জাতি চন্দ্রিকা।**

11. "যদি একতায় থাকি এই পৌণ্ড্রগণ।
উন্নতি করিতে সবে করয় মনন।।
অবশ্য হইবে সিদ্ধি নাহিক সংশয়।
পুরাণ প্রমাণে ইহা ঋষিগণ কয়।।"

- **শ্রীমন্ত নস্কর। জাতি চন্দ্রিকা।**

12. "জগতে নিজকে রক্ষা করিতে হইলে, প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে গেলে, আত্মরক্ষার্থে প্রস্তুত হইতে হইবে। যে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না, সে জগতে হেয়।"

**- শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়। আর্য-পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ।**

13. "পুরাণে শুনিয়াছি স্বজাতির ধন প্রাণ মান রক্ষার্থে দধীচি মুনি নিজের অস্থি পর্যন্ত দিয়াছিলেন। আপনাদের প্রাচীন কীর্তি গৌরব-মর্য্যাদা সবই লুপ্ত, মগ্ন, অন্তর্হিত, বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত আপনারা কি তাহার উদ্ধারের জন্য দীর্ঘ জীবনের ক্ষণিকও ব্যয় করিবেন না! সমাজের কল্যাণ নিমিত্ত বিন্দুমাত্র রক্ত দিয়াও অমর হইতে পারেন না? ভীরুতা, জড়তা, কাপুরুষতা, রাক্ষসীর সেবা আর কতকাল

করিবেন? জাগুন, উঠুন, আসুন একবার পুণ্যশ্লোক পুণ্ড্ররাজার পুণ্যস্মৃতি হৃদয় পাট ধারণ করিয়া স্বজাতির গৌরব প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হই। Why should the future of one who has a glorious past, be a dark shadow ? অতীত যাহার গৌরবময়, ভবিষ্যৎ তাহার কেন অন্ধকার থাকিবে?"

**- শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়। আর্য-পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ।**

**14.** "পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়জাতির যাহা মঙ্গলকর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজ তাহা প্রবর্তন করিবে, তাহাতে কাহারও মতামতের অপেক্ষা রাখিবে না। সামাজিক হিসাবে আমরা কাহারও প্রভুত্ব মানিতে স্বীকৃত নহি। ইহা অহঙ্কারের বাড়াবাড়ি নহে, আত্মবেদনার প্রকাশ মাত্র। আর অপরের দোষ ধরা ব্যতীত কখনও সমাজ সংস্কার হয় নাই।"

**- শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়। আর্য-পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ।**

**15.** "এখন আমাদিগকে অনন্যপায় হইয়া চক্ষু রাঙ্গাইয়াই বড় হইতে হইবে, জোর করিয়াই পিতৃ পিতামহগণের ক্ষত্রিয়োচিত সম্মান-সিংহাসন অধিকার করিতে হইবে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াই স্বমর্য্যাদা লাভের চেষ্টা পাইতে হইবে।"

**- শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়। আর্য-পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ।**

*****

# ২০

# পরিশিষ্ট - ১

## সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ (SBPKS)
## প্রধান সংগঠকগণ

1. শ্রীস্বপন কুমার মণ্ডল - অধ্যাপক সভাপতি
2. শ্রীউত্তম মণ্ডল - শিক্ষক সহ-সভাপতি
3. শ্রীদিলীপ কুমার মণ্ডল - শিক্ষক সম্পাদক
4. শ্রীশুভেন্দু বিকাশ মণ্ডল - শিক্ষক সহ-সম্পাদক
5. ড. পঙ্কজ কুমার মণ্ডল - অধ্যাপক কোষাধ্যক্ষ
6. সোনালী মণ্ডল - গৃহিণী সদস্য
7. সৌরভ মণ্ডল - মেল নার্স সদস্য

*****

# পরিশিষ্ট - ২

# পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের স্মরণীয় ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত তালিকা

1. মহামুনি কপিল
2. পৌণ্ড্র কুলপতি মহারাজ বাসুদেব
3. শ্রেষ্ঠী স্বার্থপতি
4. দক্ষিণ রায়
5. দেওয়ান রামজীবন খাঁ
6. ছত্রভোগ অধিপতি রামচন্দ্র খাঁ
7. চারণকবি দুর্লভ রায় হালদার
8. বেণীমাধব হালদার
9. মনীষী শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ
10. মহাত্মা রাইচরণ সরদার
11. ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ
12. ঈশানচন্দ্র কামার
13. সঙ্গীত সাধক ভীমচন্দ্র সরদার
14. পণ্ডিত বিপিনবিহারী মণি কাব্যসাগর
15. আলোর পথিক গৌরমোহন মণ্ডল
16. স্বদেশীবাবু গৌরহরি বিশ্বাস
17. জনসেবক অনুকূলচন্দ্র দাস নস্কর
18. শিক্ষাদরদী ডাক্তার ধ্রুবচাঁদ হালদার
19. শিক্ষাদরদী ডাক্তার ভূষণচন্দ্র নস্কর
20. পতিরাম রায়
21. রাজেন্দ্রনাথ সরকার
22. সমাজসেবী ডাক্তার রাধানাথ সরকার
23. বঙ্কিমচন্দ্র সরদার
24. কংসারী হালদার
25. শহীদ গঙ্গাহরি দাস
26. অক্ষয়কুমার কয়াল
27. শক্তিকুমার সরকার
28. বসন্তকুমার মণ্ডল
29. ইতিহাস পথিক নরোত্তম হালদার
30. ভোলানাথ ব্রহ্মচারী
31. হরমোহন হালদার

# পরিশিষ্ট - ৩

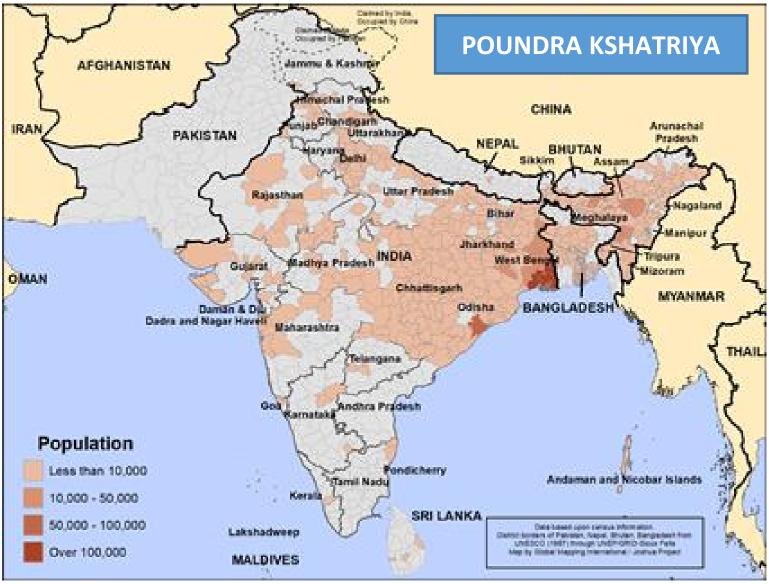


Sources: People Group data: Omid. Map geography: UNESCO / GMI. Map Design: Joshua Project.

# পরিশিষ্ট - ৪

# ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের সংখ্যা

| ক্রমিক সংখ্যা | রাজ্য/ কে. শা. অঞ্চল | পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | পশ্চিমবঙ্গ | ২৮,৯৯,০০০ |
| ২ | আসাম | ২,৯৩,০০০ |
| ৩ | ওড়িশা | ৯৭,০০০ |
| ৪ | ত্রিপুরা | ৭৭,০০০ |
| ৫ | ঝাড়খণ্ড | ৬৮,০০০ |
| ৬ | বিহার | ১৫,০০০ |
| ৭ | আন্দামান ও নিকোবর | ১১,০০০ |
| ৮ | নাগাল্যান্ড | ৮,৮০০ |
| ৯ | ছত্তিসগড় | ৭,৪০০ |
| ১০ | মেঘালয় | ৭,০০০ |
| ১১ | অরুণাচল প্রদেশ | ৬,৪০০ |
| ১২ | মহারাষ্ট্র | ৪,৯০০ |
| ১৩ | উত্তরপ্রদেশ | ৪,২০০ |
| ১৪ | মধ্যপ্রদেশ | ৩,৭০০ |
| ১৫ | মণিপুর | ২,৫০০ |

# পরিশিষ্ট - ৫

# পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পালনীয় দিবসসমূহ

- **১৪ অথবা ১৫ই জানুয়ারী** - মকর সংক্রান্তি ও কপিল মুনি পূজা।
- **১৮ই জানুয়ারী(১৮৫৮)-** সমাজপিতা বেণীমাধব হালদার মহাশয়ের জন্মদিন।
- **২৪শে জানুয়ারী (১৯৪২)-** মহাত্মা রাইচরণ সরদার মহাশয়ের স্বর্গলোক যাত্রা।
- **১৫ই মার্চ (১৮৭৬)** - মহাত্মা রাইচরণ সরদার মহাশয়ের জন্মদিন ।
- **রথযাত্রার দিন** - উত্তরণ দিবস (পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের উপনয়ন, ১৩৩৫ সালে)
- **১৭ই জুলাই (১৯২৮)-**ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয়ের স্বর্গলোক যাত্রা।
- **৭ই নভেম্বর(১৯২৩)-**সমাজপিতা বেণীমাধব হালদার মহাশয়ের স্বর্গলোক যাত্রা।
- **১৯ শে নভেম্বর (১৮৮৬)** - ঐতিহাসিক মহেন্দ্রনাথ করণ মহাশয়ের জন্মদিন।
- **২রা ডিসেম্বর (১৯১৭)-** পরিবর্তন দিবস (ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের পরিবর্তে 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' নাম গ্রহণ।)
- **১৩ই ডিসেম্বর (২০২০)** - সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের প্রতিষ্ঠা দিবস।

*********

# পরিশিষ্ট - ৬

## সংগঠনের প্রথম বিজ্ঞপ্তি

**একতা আত্মমর্যাদা প্রগতি**

# সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ

## (SBPKS)

## সদস্যপদ গ্রহণের জন্য বিনম্র আবেদন

**১৩/১২/২০২০**

গত ২রা ডিসেম্বর, ২০২০ এর ভার্চুয়াল মিটিং-এ উপস্থিত পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সদস্যদের নিয়ে ১৩ই ডিসেম্বর, ২০২০ বারাসাতে একটি মিটিং-এর আয়োজন করা হয়। সেখানে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সংগঠনের নাম স্থির করা হয়েছে **"সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ"**। উক্ত সভায় নানা আলোচনার পর সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের **অস্থায়ী সাংগঠনিক** রূপ প্রদান করা হয়েছে। 'Payback to your Society'-এর আদর্শকে সামনে রেখে এই সংগঠনে সমস্ত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের মানুষকে আন্তরিকভাবে যোগদান করতে আহ্বান করা হচ্ছে। এই সংগঠন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ও এই সংগঠনে সদস্য হিসেবে

যোগদান করতে নিম্নলিখিত সাংগঠনিক পদাধিকারীদের সাথে যোগাযোগ করুন।

1. স্বপন কুমার মণ্ডল (সভাপতি) - 9800296648
2. উত্তম মণ্ডল (সহ-সভাপতি) - 7980768787
3. দিলীপ কুমার মণ্ডল (সম্পাদক) - 8443812669
4. শুভেন্দু বিকাশ মণ্ডল(সহ-সম্পাদক)-8420247956
5. পঙ্কজ কুমার মণ্ডল(কোষাধ্যক্ষ) - 6291116098

**সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় সমাজের email Id:**

allindiapoundrakshatriyasamaj@gmail.com

*********************************************

## ২১

# পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সংহিতা গ্রন্থ সম্পর্কিত জরুরী বিষয়

**এই গ্রন্থের সিদ্ধান্ত সমূহ সাধারণ নির্দেশাবলীমাত্র। কারুর উপর এগুলি জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না বা মানতে বাধ্য করা যাবে না। আবার কেউ মানতে চাইলে তাতে বাধা দেওয়া যাবে না। "সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ"** পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়দের একটি সংগঠন। এই গ্রন্থে উল্লেখিত বিষয়গুলি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের স্বার্থে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের জন্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের কর্তৃক সন্নিবেশিত হয়েছে। তাই এগুলি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সাথে গ্রহণ করবেন এবং সংগঠনে যোগ দিয়ে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, সংগঠনের উদ্যোক্তারা এই কামনা করে।

এই গ্রন্থের কোনও বিষয়ে কারুর কোনও পরামর্শ বা আপত্তি থাকলে তিনি লিখিতরূপে 'সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে'র ই-মেইল ID-তে Pdf ও Word ফরম্যাটে পাঠাবেন। ই-মেইল ID হল - allindiapoundrakshatriyasamaj@gmail.com ।

এই গ্রন্থের মূল অংশ অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ এই গ্রন্থের ১ থেকে ২১ পর্যন্ত অংশে কোনও পরিবর্তন বা সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন করা যাবে না। মূল অংশ অপরিবর্তিত রেখে সংযোজন অংশ যুক্ত করা যাবে এবং যদি কোনও পরিবর্তন বা সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন করার দরকার পড়ে তাহলে তা এই সংযোজন অংশে যুক্ত করতে হবে।

**এই গ্রন্থ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী একমাত্র (লেখক সহ) সর্ব ভারতীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ।**

*****